NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ পুলিশ পর্যবেক্ষক ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেলে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়: অর্জুন

ভোট ঘোষণা হতেই তৎপর বিজেপি, কলকাতায় শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক ২

কলকাতা ১৬ মার্চ ২০২৬ ২ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৭৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.03.2026, Vol.19, Issue No. 273, 8 Pages, Price 3.00

দু'দফায় স্থির বাংলার ভাগ্য

পশ্চিমবঙ্গে ভোট দু'দফায়

প্রথম দফা

বিজ্ঞপ্তি জারি ৩০ মার্চ
মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন ৬ এপ্রিল
মনোনয়নপত্র যাচাই ৭ এপ্রিল
প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ এপ্রিল

ভোট ২৩ এপ্রিল
আসন ১৫২

- কোচবিহার (৯)
- আলিপুরদুয়ার (৫)
- জলপাইগুড়ি (৭)
- দার্জিলিং ও কালিম্পং (৬)
- উত্তর দিনাজপুর (৯)
- দক্ষিণ দিনাজপুর (৬)
- মালদা (১২)
- মুর্শিদাবাদ (২২)
- পূর্ব মেদিনীপুর (১৬)
- পশ্চিম মেদিনীপুর (১৫)
- ঝাড়গ্রাম (৪)
- পুরুলিয়া (৯)
- বাঁকুড়া (১২)
- পশ্চিম বর্ধমান (৯)
- বীরভূম (১১)

দ্বিতীয় দফা

বিজ্ঞপ্তি জারি ২ এপ্রিল
মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন ৯ এপ্রিল
মনোনয়নপত্র যাচাই ১০ এপ্রিল
প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৩ এপ্রিল

ভোট ২৯ এপ্রিল
আসন ১৪২

- নদিয়া (১৭)
- উত্তর ২৪ পরগনা (৩৩)
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩১)
- কলকাতা (১১)
- হাওড়া (১৬)
- হুগলি (১৮)
- পূর্ব বর্ধমান (১৬)

অসম, কেরল ও পুদুচেরিতে ৯ এপ্রিল একদফায় ভোট
তামিলনাড়ুতে ২৩ এপ্রিল একদফায় ভোট

ফল ঘোষণা ৪ মে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। রবিবার বিকেলে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, বাংলার ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে দুই দফায়;২৩ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) এবং ২৯ এপ্রিল (বুধবার)। ভোটগণনা হবে ৪ মে (সোমবার)। পশ্চিমবঙ্গ বাদে বাকি সর্বত্র এক দফাতেই হবে ভোটগ্রহণ। অসম, কেরল এবং পুদুচেরিতে ভোটগ্রহণ হবে ৯ এপ্রিল। তামিলনাড়ুতে ভোট হবে ২৩ এপ্রিল। সব জায়গার গণনাই হবে ৪ মে। এছাড়া কিছু জায়গায় উপনির্বাচনও রয়েছে। গুজরাত, গোয়া, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ডের একটি করে আসনে এবং কর্নাটক ও মহারাষ্ট্রের দু'টি করে আসনে উপনির্বাচন রয়েছে। গোয়া, কর্নাটক, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরায় উপনির্বাচন হবে ৯ এপ্রিল। গুজরাত এবং মহারাষ্ট্রে উপনির্বাচন হবে ২৩ এপ্রিল। আট আসনের ভোটগণনাও হবে ৪ মে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রথম দফায় এই রাজ্যের ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। প্রথম দফায় সমগ্র উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ভোটগ্রহণ হয়ে যাবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলার পাশাপাশি প্রথম দফায় জঙ্গলমহলেও নির্বাচন রয়েছে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার পাশাপাশি বীরভূম, মুর্শিদাবাদে প্রথম দফায় নির্বাচন। পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরেও প্রথম দফায় ভোট। দুই বর্ধমানের মধ্যে প্রথম দফায় পশ্চিম বর্ধমানে ভোট রয়েছে। দ্বিতীয় দফায় বাকি সাতটি জেলার ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ওই দিন কলকাতা-সহ পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভোটগ্রহণ। নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে আদর্শ আচরণবিধিও কার্যকর হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ২০০১ সালেই শুধু এক দফায় ভোট হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর আগে কখনও দুই দফায় ভোট হয়নি। বস্তুত, ২৫ বছর পর এত কম দফায় বিধানসভা ভোট হচ্ছে এরাজ্যে। ২০২১ সালে কোভিড পরিস্থিতিতে আট দফায় ভোট হয়েছিল রাজ্যে। প্রথম দফার ভোট ছিল ২৭ মার্চ। শেষ দফার ভোট হয় ২৯ এপ্রিল। ফল ঘোষণা হয়েছিল ২ মে। এ বারও শেষ দফার ভোট সেই ২৯ এপ্রিল। তবে ফল ঘোষণা হবে ৪ মে। এখন দু'দফায় শান্তিপূর্ণ ভোট করানোই কমিশনের কাছে চ্যালেঞ্জ।

নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'ভোটকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও ধরনের হিংসা বা অনিয়ম কমিশন কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভোটে কোনও ধরনের হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। সব ভোটকর্মী এবং পুলিশকর্মীদের নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে হবে। যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের তালিকা তৈরি হচ্ছে। একইসঙ্গে 'ভোট লুঠ' রুখতেও একাধিক পদক্ষেপের কথা এদিন জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভুয়ো তথ্য এবং ডিপফেক ভিডিও ছড়ানোর বিরুদ্ধেও কমিশন এবার বিশেষভাবে সতর্ক। জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, নোডাল অফিসাররা এই বিষয়ে নজর রাখবেন। ভুয়ো তথ্য সমাজমাধ্যম থেকে মুছে ফেলা, ভিডিও সরানো-সহ একাধিক পদক্ষেপ নোডাল অফিসাররা নেবেন বলেও জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। পাশাপাশি এফআইআর রুজুর বিষয়ে পদক্ষেপ তাঁরা করবেন বলেও জানানো হয়েছে।

পশ্চিবঙ্গে ভোটের দফা কমানো নিয়ে কমিশনের বক্তব্য, 'কমিশন মনে করছে, ভোটে দফা কমানো প্রয়োজন। সকলের পক্ষে সুবিধাজনক, এমন একটি পর্যায়ে এই দফা নামিয়ে আনা দরকার।'

'বিবেচনাধীন' নিয়ে সংশয়ই

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কারণে এখনও লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় ঝুলে রয়েছে। ফলে তাঁদের ভোটাধিকার কী ভাবে নিশ্চিত হবে, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও এদিন সাংবাদিক বৈঠকে এসআইআর প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ। পাশাপাশি প্রায় ৬০ লক্ষ নাম যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, 'যাঁদের নথি যাচাইয়ের কাজ চলছে, শেষ পর্যন্ত যোগ্য বলে বিবেচিত হলে তাঁদের নামও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।'

ফেব্রুয়ারির শেষে প্রকাশিত প্রথম দফার চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় ৬০ লক্ষেরও বেশি নাম যাচাইয়ের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল। তার পর থেকে ধাপে ধাপে কিছু নামের নিষ্পত্তি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণার পরও রাজ্যের বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। বিশেষ নিবিড় যাচাই প্রক্রিয়ার জেরে ৪৫ লক্ষ নাম এখনও 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়ে গেছে।

জোড়া চমক

মোয়াজ্জিন-পুরোহিতের সাম্মানিক বৃদ্ধি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোট ঘোষণার ঠিক আগে রাজ্যের পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের মাসিক সাম্মানিক বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। রবিবার দুপুরে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুরোহিত এবং মোয়াজ্জিনদের মাসিক সাম্মানিক ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। এত দিন তাঁরা মাসে ১৫০০ টাকা পেতেন। আগামী মাস থেকে সেই পরিমাণ বেড়ে হবে ২০০০ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুরোহিত এবং মোয়াজ্জিনদের মাসিক সাম্মানিক ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হচ্ছে। এত দিন তাঁরা মাসে ১৫০০ টাকা পেতেন। আগামী মাস থেকে সেই পরিমাণ বেড়ে হবে ২০০০ টাকা।

পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, পুরোহিত ও মোয়াজ্জিনদের আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর পাশাপাশি যাঁরা নতুন করে আবেদন করেছিলেন এবং যাঁদের আবেদন যাচাই করে সঠিক বলে মনে হয়েছে, তাঁদের আবেদনও অনুমোদন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য যেখানে প্রতিটি সম্প্রদায় ও তাদের ঐতিহ্যকে মূল্য দেওয়া হয় এবং শক্তিশালী করা হয়। পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সহায়তা দেওয়ার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে।

সরকারের বক্তব্য, এই উদ্যোগের লক্ষ্য ধর্মীয় পরম্পরা ও সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, 'আমাদের সমাজের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে পুরোহিত ও মুয়াজ্জিনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের কাজকে সম্মান জানাতেই এই অঙ্ক বাড়ানো হয়েছে।'

মার্চ থেকেই বকেয়া ডিএ, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। দীর্ঘ লড়াইয়েরও জয়। রাজ্যে ভোট ঘোষণার ৫৫ মিনিট আগে রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রোপা ২০০৯ অনুযায়ী যে ডিএ বকেয়া রয়েছে, তা চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে ধাপে ধাপে প্রদান করা হবে বলে রবিবার দুপুরে সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন তিনি। শুধু রাজ্য সরকারি কর্মচারী বা পেনশনভোগীরাই নন; সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী, পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তরাও এই বকেয়া অর্থ পাবেন। অর্থ দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই অর্থ দেওয়া শুরু হবে।

রাজ্য প্রশাসনের দাবি, বহুদিনের দাবির প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সরকারের বক্তব্য, মা-মাটি-মানুষ সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের পাওনা মেটানো। সেই প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়িত হচ্ছে। মার্চ, ২০২৬ থেকে রোপা ২০০৯ অনুযায়ী ডিএ-র বকেয়া দেওয়া শুরু হবে। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোটের মুখে এই নাটকীয় ঘোষণা নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং সরকারি কর্মচারীদের এক বড় অংশের সমর্থন আদায়ের কৌশলও বটে।

ভোটের আবহে রাজ্য সরকার ডিএ সংক্রান্ত বকেয়া অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেই তা ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের একাংশের দাবি, দীর্ঘ দিনের আন্দোলন ও আইনি লড়াইয়ের ফলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'নির্বাচনের ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা করলেন, তা আসলে তিন বছরের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফল। এতদিন সরকার কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। আজ হঠাৎ ঘোষণা আসার পিছনে আমাদের সংগ্রামই প্রধান কারণ।' তাঁর অভিযোগ, বহুদিন ধরেই সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের দাবি উপেক্ষা করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ এবং ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপেই শেষ পর্যন্ত সরকার নরম হয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের।

ভাস্কর ঘোষ আরও বলেন, 'ধর্মঘটকে বারবার খাটো করা হয়েছিল। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি প্রমাণ করে দিয়েছে, সংগঠিত প্রতিবাদই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। আমরা বারবার বলেছি;অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বিকল্প নেই।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এই লড়াই এখানেই শেষ নয়। ২০১৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী আরও যে পাওনা রয়েছে, তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।' আন্দোলনকারীদের দাবি, এই সিদ্ধান্ত শুধু অর্থপ্রাপ্তির প্রশ্ন নয়, বরং দীর্ঘ দিনের অসম আচরণের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়েরও প্রতিফলন।উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের রোপা অনুযায়ী বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সঙ্গে সরকারের টানাপোড়েন দীঘ দিনের। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছায় সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল, বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মেটাতে হবে। বাকি মহার্ঘ ভাতার কী ভাবে দেওয়া হবে, তা স্থির করবে সুপ্রিম কোর্টের গড়ে দেওয়া কমিটি। তবে বাকি মহার্ঘ ভাতার এক কিস্তিও ৩১ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত।

৯/১১-র মতো হামলা হতে পারে আমেরিকায়!

তেহরান, ১৫ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় চলমান যুদ্ধের মাঝেই বিস্ফোরক দাবি ইরানের। দাবি করা হচ্ছে, আমেরিকায় ফের ৯/১১-র মতো হামলা চালানো হতে পারে। এপস্টেইন গ্যাংয়ের ষড়যন্ত্রে এই হামলা চালিয়ে তার দায় ঠেলা হতে পারে ইরানের ঘাড়ে। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছেন ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান আলি লারিজানি। এই তথ্য সামনে আসার পর শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিশ্ব রাজনীতিতে। রবিবার সোশাল মিডিয়ায় এই ষড়যন্ত্র তুলে ধরেন প্রয়াত সুপ্রিম লিডারের উপদেষ্টা তথা নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান লারিজানি। তিনি লেখেন, 'আমি শুনেছি এপস্টেইন নেটওয়ার্কের জীবিত সদস্যরা ৯/১১-র মতো হামলার পরিকল্পনা করছে। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল হামলার দায় ইরানের কাঁধে চাপানো। তবে ইরান এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলার তীব্র বিরোধী। এবং আমেরিকার সাধারণ জনগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত নয়।'

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ইরান যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ভোরে খার্গ দ্বীপে হামলা চালায় আমেরিকা। একে 'মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম ভয়ংকর বোমাবর্ষণ' বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি আরও দাবি করেছেন, আমেরিকার হামলায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এই দ্বীপ। রবিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'মজার ছলে আমরা খার্গ দ্বীপে আবার হামলা চালাতে পারি।' ইরানের তেলের প্রধান ঘাঁটি খার্গ আইল্যান্ডে হামলা চালানোর জন্য আমেরিকা ব্যবহার করেছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দু'টি ঘাঁটি,

চাঞ্চল্যকর দাবি ইরানের

এমনটাই দাবি করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। তার পর থেকে পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটিতে হামলার ঝাঁজ বাড়িয়ে দিয়েছে তেহরান। রবিবারও দুবাইতে একাধিক হামলা হয়েছে। তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে দুবাই মেরিনা এবং আল সুফৌ সংলগ্ন এলাকায়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ফুজাইরা তেল টার্মিনালেও রবিবার হামলা চালিয়েছে ইরান। সেখানে তেল তোলার কাজ থমকে গিয়েছে। ফুজাইরা কেন্দ্রে হামলার কারণে আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পুরু কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি, এর ফলে জর্ডনের এক নাগরিক আহত

প্রতীকী ছবি

হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত আর কোনও হতাহতের খবর নেই। শনিবারও দুবাইতে হামলা হয়। শহরের মধ্যভাগ থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় একাধিক বার। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে নিশানা করে ১৮০০-র বেশি ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। এর মধ্যে রয়েছে ১৬০০টি ড্রোন, ২৯৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১৫টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। পশ্চিম এশিয়ার আর কোনও দেশে এত হামলা করা হয়নি। ইরানের হামলায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরকারি হিসাবে মোট ছ'জনের মৃত্যু হয়েছে। কুয়েতের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও রবিবার কয়েকটি হামলা হয়েছে। এ ছাড়া, বাহরিন, ওমান এবং সৌদি আরবে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। তবে সৌদি যে ১০টি ড্রোন প্রতিহত করেছে বলে দাবি করছে, ইরান সেগুলির দায় স্বীকার করেনি।

অন্য দিকে, যুদ্ধে প্রত্যাঘাতের পাশাপাশি ইরানের রণনীতি বিশ্বের তৈল ধমনী হরমুজকে বন্ধ করে আমেরিকাকে চাপে ফেলা। যদিও শুধু দুই দেশের জাহাজের জন্য বন্ধ হরমুজ প্রণালী, এমনই জানিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। তাঁর দাবি, হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত রয়েছে। সব দেশের জাহাজই নিরাপদে প্রণালী পার করতে পারে। তবে শুধু আমেরিকা এবং ইজরায়েলের কোনও জাহাজকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করতে দেওয়া হবে না! এদিকে, ইরানের হামলায় ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ছড়িয়েছিল। কিন্তু সেই খবর মিথ্যা বলে জানিয়েছে ইজরায়েল প্রশাসন। তারপর বড়সড় হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানের সেনা। বিবৃতি জারি করে তাদের হুঙ্কার, নেতানিয়াহু যদি জীবিত থাকেন তাহলে খুঁজে বের করে হত্যা করা হবে তাঁকে।

ফের রদবদল

■ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উত্তরবঙ্গ সফরে প্রোটোকল-বিতর্কে তাঁকে ডেপুটেশনে চেয়েছিল কেন্দ্র। সেই সি সুধাকরকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে দিল রাজ্য। রবিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সুধাকরকে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে উত্তরবঙ্গের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয় (আইবি) নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর জায়গায় শিলিগুড়ির নতুন পুলিশ কমিশনার হলেন আইপিএস অফিসার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। ডিসি (দক্ষিণ-পূর্ব) থেকে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার ভোলানাথ পাণ্ডেকে জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি করেছে নবান্ন। এ বার ডিসি (দক্ষিণ-পূর্ব) করা হল আইপিএস অফিসার সূর্যপ্রতাপ যাদবকে। এ ছাড়াও রাজভবনের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক শান্তি দাস বসাককে স্পেশ্যাল আর্মস ফোর্সের সেকেন্ড ব্যাটেলিয়নের ডেপুটি কমিশনার করা হল।

গ্রেপ্তার ৯

■ গিরিশ পার্কে অশান্তি এবং রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনায় আরও পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় মোট ন'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের রবিবার আদালতে হাজির করানো হয়। আদালত তাঁদের ১৯ মার্চ পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে পাঠিয়েছে। বিজেপির দাবি, ধৃতদের মধ্যে ছ'জন তাদের দলের কর্মী। পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও এনেছে তারা। গিরিশ পার্ক-কাণ্ডে স্বতঃপ্রবৃত্ত মামলা করেছিল পুলিশ। তার পরে শনিবার গভীর রাতে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে তৃণমূল এবং বিজেপি দু'পক্ষই। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। ঘটনায় মোট আট জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন এখনও হাসপাতালে ভর্তি। গিরিশ পার্কের ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

গিরিশ পার্কের সংঘর্ষে সিএপিএফ মোতায়েন নিয়ে প্রশ্ন, কমিশনে বিজেপির অভিযোগপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার গিরিশ পার্কে ১৪ মার্চের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ভূমিকা নিয়ে সরব হল বিজেপি। বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া রবিবার নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে দাবি করেছেন, ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) উপস্থিত না থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। চিঠিতে বাজোরিয়া জানিয়েছেন, ওইদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় যোগ দিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি কর্মীরা বাসে করে কলকাতায় আসছিলেন। তাঁর অভিযোগ, গিরিশ পার্ক এলাকায় পৌঁছতেই একাধিক বাস লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয় এবং ব্যাপক হামলার ঘটনা ঘটে। এতে দলের কয়েকজন নেতা ও কর্মী আহত হন। তাঁদের মধ্যে অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

বিজেপি নেতার বক্তব্য, শহরে আগে থেকেই বিপুল সংখ্যক সিএপিএফ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও গোলমালের সময় তাদের কোথাও দেখা যায়নি। অথচ ঘটনাস্থলে কলকাতা পুলিশের উপস্থিতি থেকে বোঝা যায়, সম্ভাব্য উত্তেজনার খবর প্রশাসনের আগেই জানা ছিল। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এর আগে ৯ মার্চ নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের কাছে বিজেপি প্রতিনিধি দল অভিযোগ জানিয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে শান্তিপূর্ণ এলাকায় বা মহাসড়কে টহল দিতে পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু যেখানে ভোটারদের আস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন সেখানে তাদের মোতায়েন করা হচ্ছে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিজেপির দাবি, যারা সিএপিএফ মোতায়েন না করার জন্য দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ভোটপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে বাহিনীকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

ভোট ঘোষণা হতেই তৎপর বিজেপি, কলকাতায় শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই নির্বাচনী প্রস্তুতিতে গতি বাড়াল বিজেপি। রবিবার দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় নেতা ভূপেন্দ্র যাদব এবং সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনীল বনশল। আসন্ন নির্বাচনে সংগঠনের প্রস্তুতি, প্রার্থী নির্বাচন এবং নির্বাচনী কৌশল নিয়েই মূলত এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা চলছে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠক সূত্রে খবর, খুব শিগগিরই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে বিজেপি। দলীয় সূত্রের বক্তব্য, মঙ্গলবার প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই তালিকায় প্রায় ১৫৫ জন প্রার্থীর নাম থাকতে পারে। এছাড়াও জানা গিয়েছে, সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করতে আজ সোমবার দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেবেন শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার। ওই বৈঠকের পরেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

দলীয় সূত্রের মতে, প্রার্থী তালিকা একাধিক দফায় প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম তালিকাতেই অধিকাংশ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই সংগঠনকে আরও সক্রিয় করে তোলার দিকে জোর দিচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব।

বচপন প্লে স্কুলের উদ্বোধন

কলকাতা: রবিবার উদ্বোধন হয়ে গেল বাচপান প্লে স্কুলের। বচপন প্রি-স্কুল বিভাগে একটি প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড নাম, দিল্লিতে প্রধান কার্যালয়, ভারতে ২০ বছরেরও বেশি সফল যাত্রা করেছে। নেপালেও শাখা রয়েছে। সারা ভারতে প্রায় ৬০০'র বেশি শাখা রয়েছে। স্কুলের উদ্বোধন করেছেন ডিসি রায় (জাতীয় প্রধান প্রশিক্ষণ ও সহায়তা, বচপন সদর দপ্তর, দিল্লি), সুচন্দ্র দাস (ট্রাস্টি সদস্য, আয়ুষ আগরওয়াল (মাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি বচপন, পশ্চিমবঙ্গ)-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। প্রাথমিকভাবে ৩ জন শিক্ষক থাকবে, তবে আরও ভর্তির সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। প্লেগ্রুপ, নার্সারি, এলকেজি, ইউকেজিতে প্রাথমিকভাবে ২৫ জন করে শিক্ষার্থী থাকবে। এছাড়া রয়েছে খেলার ঘর, পুতুল ঘর, অ্যাক্টিভিটি রুম, ডাইনিং রুম, জিম, এভি রুম/মিনি থিয়েটার, বল রুম, প্রযুক্তি ভিত্তিক ডিভাইস এবং স্মার্ট ক্লাস।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ই মার্চ । ১ লা চৈত্র । সোমবার । দ্বাদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র ও বিংশত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি: শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

নাম-পদবী

আমি Sahabuddin Biswas আমার কন্যা রিমি বিশ্বাস এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার স্ত্রীর নাম মাসুরা বিশ্বাস আছে ১৬/২/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে আমার স্ত্রী মাসুরা বিশ্বাস থেকে মাসুরা বিশ্বাস মন্ডল হইল।

CHANGE OF NAME

I, Pratik S Vora S/o Sanjay Vora residing at FL-2/B, 20A Ramesh Mitra Road, Bhawanipore, Kolkata, West Bengal – 700025, have changed my name from Pratik S Vora to Pratik Vora and shall henceforth be known as Pratik Vora as declared before the Notary Public, High Court, Calcutta (West Bengal) vide Affidavit No. 93 of 2026. Pratik S Vora and Pratik Vora both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Malay Ray**, S/o, Nihar Ray R/o, Vill - South Taldi, P.O. - Taldi, P.S. - Canning, Dist - 24 Pgs. (S), Pin - 743376, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that my actual & original name is Malay Ray S/o, Nihar Ray which has rightly been recorded in my Aadhaar card. But due to inadvertence in my all Madhyamik & Higher Secondary educational documents my name has been recorded as Moloy Roy S/o, Nihar Roy in place of Malay Ray S/o, Nihar Ray. That Malay Ray S/o, Nihar Ray and Moloy Roy S/o, Nihar Roy is the same and one identical person vide Affidavit No. 45/26 dated 07.03.2026 before the Notary Public at Baruipur, Kolkata - 700144, Dist - 24 Pgs. (S).

CHANGE OF NAME

I, **Nihar Ray** S/o, Gopal Ray R/a, Vill. - South Taldi, P.O. - Taldi, P.S. - Canning, Dist. - 24 Pgs. (S) - 743376, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that my actual and original name is Nihar Ray which has rightly been recorded in my Aadhaar Card. That due to inadvertence my name has been recorded in my son Malay Ray's Madhyamik and higher secondary all educational documents as Nihar Roy instead of Nihar Ray. That **Nihar Ray** and **Nihar Roy** is the same and one identical person vide Affidavit No. 28/26 dated 11.03.2026 before the Notary Public at Baruipur, Dist. - 24 Pgs. (S), Kolkata - 144.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

প্রশাসনিক পর্যবেক্ষক, পুলিশ পর্যবেক্ষক ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেলে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঘোষিত হল পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রবিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হল। বাংলায় মাত্র দু'দফায় নির্বাচন হবে। ২৩ ও ২৯ এপ্রিল হবে ভোটগ্রহণ। ভোট গণনা হবে ৪ মে। নির্বাচন ঘোষণার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, সমস্ত কিছু বিবেচনা করেই নির্বাচন কমিশন দু'দফায় ভোট ঘোষণা করেছে। এদিন তিনি একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, ভোট পরবর্তী হিংসার সময় যে সকল অফিসার থানার দায়িত্বে ছিলেন, তাদের কি দায়িত্ব থেকে সরানো হবে? দ্বিতীয়ত, আইপিএস অফিসার যাদের শেষ নির্বাচনে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের কি এবারও সরানো হবে? তাঁর সংযোজন, আইপিএস এবং আইএএস মিলিয়ে ২৫ জনকে বাংলার বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে ভিন রাজ্যে পাঠানো হয়নি। তাহলে কি পুরনো প্রথা অনুযায়ী ভোট করাতে চাইছে কমিশন, এমনই প্রশ্ন তুললেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা। তাঁর দাবি, ভোটের দু'দিন আগে প্রশাসনিক পর্যবেক্ষক ও পুলিশ পর্যবেক্ষক ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকলে এবং গোটা পদ্ধতি পুলিশের দখলে চলে গেলে কোনওমতেই স্বচ্ছ নির্বাচন

সম্ভব নয়। ওয়েবকাস্টিং পদ্ধতি নিয়েও এদিন তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, কমিশন ১০০ শতাংশ ওয়েব কাস্টিংয়ের কথা বলে। কিন্তু ভুল করলে চাকরি যাবে। কমিশন এই ধরনের কোনও হুঁশিয়ারি তো দিচ্ছে না। তাছাড়া কোনও বুথে যদি ২/৩ ঘণ্টা ওয়েব কাস্টিং বন্ধ থাকে। সেক্ষেত্রে ওই বুথের প্রিসাইডিং অফিসার ও আধা সামরিক বাহিনী-সহ সবাইকে শাস্তি দেওয়ার কথা কমিশন ঘোষণা করছে না। তাহলে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে কি করে? কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে এদিন তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। ওদের ডান্ডা চালানোর অধিকার দিতে হবে। তাঁর অভিযোগ, পয়সার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনেককেই তৃণমূল ম্যানেজ করে নেয়। গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতার আরও অভিযোগ, সিভিক ভলান্টিয়ারদের পুলিশের পোশাক পরিয়ে ভোটের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা রবিবার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, চলতি মাস থেকেই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে। এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দিতেই হত। অন্যথায় রাজ্যের কোষাগার ব্লক হয়ে যেত। তবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা আইনি লড়াই করে মহার্ঘ ভাতা আদায় করে নিয়েছে।

শিলিগুড়িতে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেপ্তার মালদার ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি পুলিশের প্রধাননগর থানা। শহরের দার্জিলিং মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার-সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হওয়া এই মাদকদ্রব্যের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত অভিযুক্তদের নাম এমডি সাদ্দাম ও রাজা মাহাতো। তারা দু'জনেই মালদার বাসিন্দা। শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে দার্জিলিং মোড় এলাকায় ওত পাতে প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সেই সময় দুই যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করা হয়। পরে তাদের তল্লাশি চালিয়ে

উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার। এরপর ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকরা মালদা থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে শিলিগুড়িতে এসেছিল। দার্জিলিং মোড়ে নামার পর তারা একটি ছোট গাড়িতে করে ঝঙ্কার মোড়ের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জলপাইগুড়িতে চুরির পর গণপিটুনির ভয়ে গাছে উঠল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: চুরির সময় হাতেনাতে ধরা পড়ার পর গণপিটুনির ভয়ে সোজা গাছে চড়ে বসল চুরির দায়ে অভিযুক্ত এক যুবক। রবিবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার কেরানিপাড়া এলাকায় এই অদ্ভুত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, পুলিশ এবং দমকল কর্মীদের কয়েক ঘণ্টার টানা প্রচেষ্টায় ওই যুবককে গাছ থেকে নামানো সম্ভব হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক পিলখানা এলাকার বাসিন্দা। রবিবার সকালে সে কেরানিপাড়ার একটি বাড়িতে ঢুকে টাকা চুরির চেষ্টা করছিল। সেই সময় বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীরা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। উত্তেজিত জনতার রোষ এবং মারধরের হাত থেকে বাঁচতে যুবকটি তড়িঘড়ি পাশের একটি উঁচু গাছে উঠে পড়ে।

দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও সে নিচে নামতে অস্বীকার করায় খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার টানটান উত্তেজনার পর পুলিশ ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপে তাকে অক্ষত অবস্থায় নিচে নামিয়ে আনা হয়। পুলিশ ওই যুবককে হেপাজতে নিয়ে থানায় নিয়ে গিয়েছে এবং চুরির এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গাড়িতে সিএনজি গ্যাস ভরানোর জন্য লাইন।

চলছে ব্রিগেড গ্রাউন্ড পরিষ্কারের কাজ। ছবি: অদিতি সাহা

ইদের বাজারে মা ও ছেলের কেনাকাটা।

শালবনিতে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদী বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, শালবনি: শালবনিতে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বাইক মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার শালবনি ৩ নম্বর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই প্রতিবাদী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন শালবনি অঞ্চলের মণ্ডলকুপি থেকে বাইক মিছিলটি শুরু হয়। পরে অঞ্চলজুড়ে বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে এই মিছিল। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে বাইক মিছিল ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিবেশ তৈরি হয়। মিছিলতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সিংহ, শালবনি ৩ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসিত ঘোষ, অঞ্চলের উপপ্রধান সৌমেন ঘোষ-সহ এলাকার একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী। এদিন সন্দীপ সিং বলেন, ব্রিগেড সমাবেশকে কেন্দ্র করে শনিবার রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে বিজেপি কর্মীদের হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি অভিযোগ করেন, ওই ঘটনার মাধ্যমে বিজেপি রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। পাশাপাশি ব্রিগেডের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যকে 'মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর' বলেও কড়া সমালোচনা করেন তিনি। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতেই শালবনি অঞ্চলে এই বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তৃণমূল নেতৃত্ব।

মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা, উত্তরে ভারী বর্ষণের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কয়েকটি জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে বলে পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গে চলবে ভারী বর্ষণ। উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশ থেকে ছত্তীসগঢ় হয়ে দক্ষিণ ওড়িশা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। তার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে তাই ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আরও কিছু দিন তা থাকতে পারে।

রবিবার দুপুরের পর থেকে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মেঘ তৈরি হয়। রবিবার থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত গোটা বাংলার বিভিন্ন জেলায় দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, সোমবার বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি এবং নদিয়া জেলায় ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে।

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। শুধু বৃষ্টিই নয়, সোমবার এই জেলাগুলোতে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। মালদা ও দুই দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিসের তরফে উত্তরবঙ্গের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় এক বা দুই জায়গায় বজ্রপাত সহ ঝড়ের সঙ্গে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে। আগামী সপ্তাহে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।

ঝড়বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গে আপাতত তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে দক্ষিণবঙ্গে প্রাথমিক ভাবে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। তারপর তা আবার কমে যাবে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে তিন ডিগ্রি বেশি।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৬ মার্চ ২০২৬, ১ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার

‘৩-৪ জন স্ত্রী, ১৮-১৯ সন্তান, নাম মনে না থাকলে তালিকা থেকে বাদ পড়বে’

পুরোহিত, ইমামদের ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে তোপ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের দিন ঘোষণার দিনেই ভোটার তালিকা ও নাগরিক তথ্য যাচাই প্রসঙ্গ তুলে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, সঠিক তথ্য দিলে কারও নাম বাদ পড়বে না। কিন্তু যারা নিজেদের পরিচয় স্পষ্টভাবে জানাতে পারবেন না, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবেই। এই প্রসঙ্গেই তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বলেন, প্রকৃত তথ্য দিলে নাম উঠে যাবে। যারা প্রকৃত তথ্য দিতে পারবেন না, নিজেদের বাচ্চার নাম মনে রাখতে পারছেন না, তিনটে-চারটে বউ, ১৮-১৯টা বাচ্চা; এক নম্বর বাচ্চা কে, সাত নম্বর বাচ্চা কে, নামই বলতে পারছেন না! নাম তো বাদ যাবেই।

শুভেন্দুর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এ ধরনের বক্তব্য বিভাজনমূলক। যদিও বিজেপি শিবিরের দাবি, ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও তথ্য যাচাইয়ের প্রশ্নেই এই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা। ভোটের আগে তাঁর এই মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক তর্ককে উস্কে দিল বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

অন্যদিকে, পুরোহিত-ইমামদের ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ বিরোধী দলনেতার। তিনি প্রশ্ন করেন, বছরের পর বছর ধরে রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুঠ করে তাদের অন্ধভাবে প্রতারণা করার পর, এটি কি আপনার শেষ মুহূর্তের মরিয়া নির্বাচনী কৌশল? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিএ ঘোষণায় রবিবার এই প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, কী মজা! নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার মাত্র কয়েক মিনিট আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হঠাৎ লক্ষ লক্ষ কর্মচারী, পেনশনভোগী, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের কথা মনে পড়ে গেল? রোপা ২০০৯-এর ডিএ বকেয়া ২০২৬ সালের মার্চ থেকে?

এক পয়সাও আসলে বিলি হবে না। শূন্য দায়বদ্ধতা, শূন্য তহবিল, শূন্য বিতরণ; শেষবারের মতো জনগণকে বোকা বানানোর জন্য আপনার অর্থ বিভাগ থেকে কেবল খালি বিজ্ঞপ্তি। টিএমসি-র ধ্রুপদী নির্বাচনী নাটক। পশ্চিমবঙ্গ দেখছে। এবার রসিকতা আপনার উপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়...।

ভোট ও হিংসা ইস্যুতে কমিশনের ওপর আস্থা, তৃণমূলকে তোপ শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার নির্বাচন ও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রয়োজনে মানুষের আত্মত্যাগের মনোভাবও রয়েছে। ভোটের সূচি নিয়ে বিভাজনের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তাঁর দাবি, উত্তরবঙ্গে আগে ও দক্ষিণবঙ্গে পরে ভোট হওয়া কোনও বিভাজনের রাজনীতি নয়। এই ধরনের ব্যবস্থা অতীতেও হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, ভোট প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই একাধিক জায়গায় হিংসা দেখা যাচ্ছে। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তাও স্পষ্ট। বিজেপির প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ফল ঘোষণার ৪২ দিনের মধ্যেই সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। পাশাপাশি সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার দিকেও এগোনো হবে। মহিলাদের জন্য কেন্দ্রের একটি আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালুর কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, মহিলাদের প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গেও আশ্বাস দেন বিজেপি নেতা। তাঁর দাবি, কৃষকের জমি নিলে বাজারদরের তিনগুণ দাম, দ্বিগুণ সোলাটিয়াম এবং পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হবে। রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা বন্ধের বার্তাও দেন তিনি। শমীকের কথায়, যারা সহিংসতা ছড়াতে চাইবে বা রাজ্যকে অস্থির করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া, রবিবার রাজ্যের ভোট ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার ঘোষণার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বড় বার্তা দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

ডিএ মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়ার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। রবিবার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সরকারি কর্মচারীরা তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী দু'জনকেই খুব ভালো চেনেন। উনি নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার প্রায় ৪৫ মিনিট আগে ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন, এটা ওদের কাছে একটা খেলা। তাঁর অভিযোগ, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বদলে রাজনৈতিক মহল সেই সময়ে নীরব থেকেছে।

তিনি আরও দাবি করেন, ঠিক ভোট ঘোষণার আগে পরিকল্পিতভাবে এটা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ৩৪৫ মিনিটের খেলা শেষ হওয়ার ঠিক দুই মিনিট আগেই এই সরকারি কর্মচারীরাই তৃণমূল কংগ্রেসের জালে বল ঢুকিয়ে দেবে।

রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা। শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, সমস্ত ভাবনা-চিন্তার সময় শেষ। মানুষ এখন পরিবর্তনের অপেক্ষায়। আগামী মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই বাংলার মানুষ নতুন সরকার দেখতে পাবে।

তিনি দাবি করে বলেন, তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল চলে যাচ্ছে, তৃণমূলের বিসর্জন নিশ্চিত, বাংলায় এবার পালা বদলের নতুন সরকার আসছে, এই বিজেপি সরকার বকেয়া সমস্ত ডিএ মেটাবে ও সপ্তম পে কমিশন এই রাজ্যে চালু করবে।

ভোট ঘোষণা হতেই প্রার্থী বাছাইয়ে তৎপর বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরই প্রার্থী চূড়ান্ত করার কাজে দ্রুত গতি আনল বামফ্রন্ট। সূত্রের খবর, জোটসঙ্গী দলগুলিকে দ্রুত নিজেদের প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নাম জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকা হাতে পেলেই আগামী দু'দিনের মধ্যে প্রথম দফার প্রার্থী ঘোষণা হতে পারে। বাম নেতৃত্বের অভিমত, বেশিরভাগ আসন নিয়েই আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে। মোট ২৯৪টি কেন্দ্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে কোন দল লড়বে, সে বিষয়ে প্রায় ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। সেই সব কেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম সংগ্রহ করেই একযোগে তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

তবে কয়েকটি জেলায় এখনও জোটের ভেতরে টানাপোড়েন কাটেনি। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের কিছু আসন নিয়ে মতভেদ রয়ে গেছে। অন্যদিকে আইএসএফের সঙ্গে নির্দিষ্ট কয়েকটি আসনে সমঝোতার পথ অনেকটাই পরিষ্কার বলে জানা গেছে।

বাম শিবিরের এক নেতা বলেন, আসন ভাগাভাগি নিয়ে আমাদের আলোচনার প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হয়। প্রতিটি কেন্দ্রের সংগঠনগত শক্তি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সব দিক বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তাই সময় একটু বেশি লাগছে। তিনি আরও যোগ করেন, ভোটের সূচি ঘোষণার পর আমরা দ্রুত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করব। খুব শিগগিরই সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে।

অন্যদিকে, বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বাম শিবিরেও শুরু হয়েছে সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে তীব্র আলোচনা। দলীয় মহলে খবর, প্রার্থী বাছাইয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। তরুণ নেতৃত্বকে সামনে রেখে লড়াইয়ের কৌশল সাজাতে চাইছে বামেরা। তবে কয়েকজন পরিচিত নেতার নির্বাচনমুখী ভূমিকা নিয়ে এখনও স্পষ্টতা তৈরি হয়নি। রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ

কেন্দ্র। যাদবপুরে অভিজ্ঞ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করা হতে পারে বলে জোর গুঞ্জন। একই সঙ্গে সেখানে সুজন চক্রবর্তীর নামও ঘুরছে। অন্যদিকে উত্তরপাড়া কেন্দ্রে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নাম সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছে। তবে দলের কয়েকজন তরুণ মুখের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে। সৃজন ভট্টাচার্য বর্তমানে ছাত্র সংগঠনের সর্বভারতীয় দায়িত্বে ব্যস্ত থাকায় তাঁর প্রার্থী হওয়া অনিশ্চিত বলে জানা যাচ্ছে। রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও ভোটে না দাঁড়িয়ে রাজ্যজুড়ে প্রচারের দায়িত্ব নিতে পারেন বলে দলীয় অন্দরে আলোচনা। আরও কয়েকটি কেন্দ্রে নতুন মুখ আনার ভাবনাও চলছে। দমদমে ময়ূখ বিশ্বাস, রাজারহাট-নিউটাউনে সপ্তর্ষি দেব, বালিগঞ্জে সায়রা শাহ হালিমের নাম উঠে এসেছে সম্ভাব্য তালিকায়। দলীয় মহলের এক নেতার কথায়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। সংগঠন শক্তিশালী করতে নতুন এবং অভিজ্ঞ; দুই ধরনের নেতৃত্বকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শেষ মুহূর্তে বাম শিবিরের প্রার্থী তালিকায় একাধিক চমক থাকতেই পারে।

হামলার ঘটনায় বিজেপিকে আক্রমণ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্রিগেডের জনসভাকে ঘিরে উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্কে উত্তেজনার ঘটনার পর বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিত উস্কানির রাজনীতির মাধ্যমেই রাজ্যে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি। অভিষেকের দাবি, শনিবার দিনের বেলাতেই রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাসভবন লক্ষ্য করে হামলার ঘটনা ঘটে। বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় এবং সেখানে থাকা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে মন্ত্রীও আঘাত পান বলে দলীয় সূত্রের দাবি।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিষেক বলেন, একজন মহিলা মন্ত্রীর বাড়িতে এভাবে হামলা চালানো শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, এটি বাংলার নারীদের সম্মানকেও আঘাত করার ঘটনা। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে গোলমাল বাধিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার লক্ষ্যেই এই ধরনের হামলা ঘটানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অতীতের এক ঘটনারও উল্লেখ করেন তিনি। ২০১৯ সালে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির পরে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা স্মরণ করিয়ে অভিষেকের দাবি, সেই সময়ের মতো এবারও উস্কানিমূলক রাজনীতির পথেই অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে। তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। তাদের দাবি, ব্রিগেডমুখী শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাধা দিতেই তৃণমূল কর্মীরা আগে থেকে জমায়েত করেছিল। সেখান থেকেই সংঘর্ষের সূত্রপাত বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের।

মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তারি বেড়ে ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গিরিশ পার্কে বিজেপি-তৃণমূলের সংঘর্ষে রবিবার সকাল পর্যন্ত ন'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাঁদের রবিবার আদালতে হাজির করানো হয়। আদালত তাঁদের ১৯ মার্চ পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতের দিকে তৃণমূল ও বিজেপি দু'পক্ষই লিখিত অভিযোগ করে। যদিও পুলিশ তার আগেই একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছিল। সংঘর্ষে আহত দুই পুলিশকর্মী এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত ছ'জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, শনিবার ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীর জনসভামুখী বিজেপি কর্মী ও স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতেও হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। বিজেপি সমর্থকদের ওপর হামলা এবং দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় পাথর ছোড়াছুড়ির জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ইটের ঘায়ে গুরুতর আহত হন বৌবাজার থানার ওসি। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং

পাল্টা আক্রমণের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধেও। মুহূর্তের মধ্যে এলাকা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। দুই পক্ষই একে অপরকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি পাথর ও ইট ছুড়তে শুরু করে। এই সংঘর্ষের মাঝেই বেশ কয়েকজন বিজেপি সমর্থক রক্তাক্ত হন। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁদের লক্ষ্য করেও ইটবৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ। তখনই একটি ইটের টুকরো এসে লাগে বৌবাজার থানার ওসির গায়ে, যার ফলে তিনি আহত হন। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তাঁদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের দাবি, এলাকায় উস্কানি ছড়াতেই মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। সেই সংঘর্ষের ঘটনাতেই রবিবার সকাল পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৯ জনকে।

ব্রিগেডের ভিড় ঘিরে তৃণমূলকে নিশানা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে বিপুল জনসমাগমের দাবি তুলে রাজ্যের শাসকদলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করল বিজেপি। রবিবার সল্টলেকের দলীয় দপ্তরে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি তাপস রায় দাবি করেন, ওই সমাবেশে মানুষের ঢলই প্রমাণ করেছে যে বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের দাবি জোরালো হচ্ছে। তাপস রায়ের অভিযোগ, সভা শেষে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বিজেপি সমর্থকদের কয়েকটি বাসের উপর হামলা চালানো হয়। তাঁর কথায়, ব্রিগেডে আসা কয়েকটি বাস লক্ষ্য করে আক্রমণ করা হয়েছে। কাচ ভাঙচুর হয়েছে, বহু কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন। কয়েকজনকে হাসপাতালে চিকিৎসাও করাতে হয়েছে।

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাপস রায় বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যারা এই হামলার সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পাশাপাশি পুরো ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা উচিত। তাঁর দাবি, এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিকভাবে অন্য খাতে আলোচনা ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার মানুষ রাজনৈতিক হিংসার মধ্যে বসবাস করছেন। কিন্তু এখন মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত, মন্তব্য তাপস রায়ের। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের আগে নানা ভাতা বা আর্থিক সুবিধার ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু সেই অর্থ তো সাধারণ মানুষের করের টাকা। তাই এগুলিকে দয়া নয়, মানুষের অধিকার হিসেবেই দেখা উচিত। নির্বাচনের মুখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করার আবেদনও জানান।

ভোট ঘোষণার আগেই প্রার্থী ঘিরে তুঙ্গে জল্পনা, বার্তা দিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার বিকেল ৪টের নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠক ঘিরে যখন গোটা রাজ্যের নজর দিল্লির দিকে, ঠিক তখনই বাংলার রাজনৈতিক অন্দরে ঘুরপাক খাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে নানা জল্পনা। দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বড়সড় রদবদল করতে পারে ঘাসফুল শিবির। একদিকে নতুন প্রজন্মকে সামনে আনা, অন্যদিকে দলের ভিতরে অসন্তোষ ঠেকাতে আগেভাগেই বার্তা দিচ্ছে নেতৃত্ব। খবর, পাহাড়ের তিনটি আসন বাদ দিয়ে রাজ্যের ২৯১টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে পারে তৃণমূল। বয়স ও কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বর্তমান বিধায়কদের মধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিকের টিকিট কাটা যেতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা। তাঁদের জায়গায় তরুণ নেতৃত্বকে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে বলেই শোনা যাচ্ছে।

সম্ভাব্য তালিকায় ছাত্র ও যুব সংগঠনের কয়েকজন পরিচিত মুখের নাম ভেসে উঠছে। তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, দেবাংশু ভট্টাচার্য, জয়া দত্ত, দেবরাজ চক্রবর্তী কিংবা প্রতিকুর রহমান; এঁদের নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলীয় অন্দরে। একই সঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সামিরুল ইসলামের নামও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে শোনা যাচ্ছে। বিনোদন ও ক্রীড়াজগত থেকেও নতুন মুখ আসতে পারে; পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ইমন চক্রবর্তী কিংবা স্বপ্না বর্মণের নাম নিয়েও জল্পনা চলছে।

এই আবহেই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ঘাসফুলের প্রার্থী মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী। তাই দল যাঁকে মনোনয়ন দেবে, তাঁকেই সবাইকে মেনে নিতে হবে। অন্যদিকে ভবানীপুরে আগাম প্রচারে নেমে আত্মবিশ্বাসী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর দাবি, এই কেন্দ্র থেকে আমি ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতব। যদিও বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ পাল্টা কটাক্ষ করে বলেছেন, নন্দীগ্রামে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো যায়, ভবানীপুরেও সেটা অসম্ভব নয়।

বাংলায় ৫ লক্ষ ২৩ হাজার নতুন ভোটার, জানাল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান সামনে আসতেই পশ্চিমবঙ্গে তরুণ ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধির ইঙ্গিত মিলল। নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যে ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সি নতুন ভোটারের সংখ্যা ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই বয়সসীমায় প্রায় ৫ লক্ষ ২৩ হাজার তরুণ-তরুণী প্রথমবারের মতো ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। পাশাপাশি ২০ থেকে ২৯ বছর বয়সি ভোটারের সংখ্যাও অত্যন্ত বড়; এই গোষ্ঠীতে রয়েছেন প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ নাগরিক। ফলে রাজ্যের মোট ভোটার তালিকায় তরুণ প্রজন্মের উপস্থিতি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে বলেই মনে করছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, তরুণদের ভোটার তালিকায় যুক্ত হওয়া গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক লক্ষণ। নতুন প্রজন্ম যত বেশি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে, ততই গণতন্ত্র আরও শক্ত ভিত্তি পাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তরুণ ভোটারের এই বৃদ্ধি ভবিষ্যতের নির্বাচনী সমীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার কৌশলেও এখন ক্রমশ বড় জায়গা নিচ্ছে প্রথমবারের ভোটারদের আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা।

বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় এবারে রেকর্ড জনসমাগম হয়েছে। যা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, শনিবারের রেকর্ড ভিড় ১৯৭১ সালের সমাবেশকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ব্রিগেডের জনসমুদ্র রাজ্যে আরেকটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে বলে দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। দলীয় কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের সমাগমে ব্রিগেড ছাপিয়ে গিয়েছিল। এতেই প্রমাণিত পরিবর্তন আসছে। প্রসঙ্গত, ব্রিগেডগামী একাধিক বাসে গিরিশ পার্কে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও ঘটনাস্থলে থাকা

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, বাংলার পুলিশ নিরপেক্ষ নয়। বাংলার পুলিশ পুরোপুরি দলদাসে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্যে নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হওয়ার পর থেকে ময়দানে তৃণমূলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, এদিন বিজেপির তরফে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে গৃহসম্পর্ক অভিযান করা হয়। হিন্দুস্তান কলোনির মোড় থেকে গৃহসম্পর্ক অভিযান শুরু হয়ে ওই ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পুজো দেন প্রাক্তন সাংসদ। উক্ত গৃহসম্পর্ক অভিযানে এদিন হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলার এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর নির্মল দাস, সুতপা মণ্ডল, বিপ্লব কুমার ঘোষ, জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সুকমল ঘোষ প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

অধ্যাপকের আকাল, নামছে গবেষণার মান, রাহুর দশা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম তথা অন্যতম প্রধান সরকারি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। একে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় বলে ধরা হতো। ১৫১টি স্নাতক কলেজ ও ২১টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার প্রাচীনতম বহুমুখী ও ইউরোপীয় ধাঁচের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এককালে লাহোর থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত একটি বিশাল অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ন্যাক এর মানদণ্ডে এটি এ গ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়। ইউজিসি বহুদিন আগেই কলকাতাকে ইউনিভার্সিটি উইথ পোটেনশিয়াল ফর এক্সিলেন্স-এর তকমা দিয়েছে। ২০১৯ সালের হিসেব অনুযায়ী পাঁচজন নোবেলজয়ী (দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা হলেন, স্যার রোনাল্ড রস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিভি রমন, অমর্ত্য সেন ও অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যে এত কথা এর সবটাই কিন্তু অতীত গৌরব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গৌরবগাথা শুরু করলে শেষ হবে না। কিন্তু অতীত ছেড়ে যদি আমরা একটু ভবিষ্যতের দিকে তাকাই, তাহলে কিন্তু গোটা বিষয়টাই অনেকটা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বর্তমান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হালহকিকত তাঁর গৌরবময় অতীতের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। সম্প্রতি সামনে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরের ছবিটা। দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ বিভাগেই চলছে অধ্যাপকের আকাল। কোনও বিভাগে একজন, আবার কোথাও দু'জন। সরকারের অনুমোদিত শিক্ষকের সংখ্যা যেখানে ৬৩২ হওয়ার কথা, সেখানে রয়েছেন মাত্র ২৮১ জন। অর্থাৎ প্রায় ৫৬ শতাংশ ঘাটতি। অর্ধেকের বেশি পদ ফাঁকা। তথ্য বলছে, কিছু জায়গায় ২০০১-এর পর নিয়োগ হয়নি, কোথাও শেষ নিয়োগ ২০০৭ সালে। এই তো অবস্থা। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ও অন্যান্য সব বিভাগের ছবিটাই এক। বিজ্ঞানে অধ্যাপকের অভাবে প্রাকটিক্যাল বেশিরভাগ জায়গায় লাটে উঠেছে। অথচ, সরকারের কোনও হেলদোল নেই। গবেষণার সুযোগ ও মান দিন দিন নামছে। হুঁশ নেই কারও। অনিলায়নের জমানা যারা ভেঙেছিলেন বলে দাবি করেন। তাঁরাই এখন চুপ। রাহুর দশা কাটবে কবে কেউ জানে না।

শব্দছক ১০১

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. বিনারাসুর এক প্রকার মিষ্টান্ন ৪. আলো ৬. মহুয়া ৭. কাঠের তৈরী পাদুকা ৮. গোষ্ঠী ৯. নীর ১০. সমুদ্র-স্নানে সাহায্যকারী মাঝি সম্প্রদায় ১২. সুন্দরবন অঞ্চলে তীক্ষ্ণদন্ত জলজ প্রাণী ১৪. সিমলার পথে যে স্টেশন থেকে টয়ট্রেন ছাড়ে ১৫. টলিয়ে দেওয়া ১৭. অনাত্মীয় ১৮. চক্র ১৯. অত্যন্ত বেশী ২০. আঘাতকরা ২১. নতুন ধানের পার্বন ২২. ভাবশব্দে নূপুরের ধ্বনি
ওপর-নিচ: ১. পুরাণের উল্লেখে সর্ব অভীষ্টদায়িনী গাভী ২. কদু ৩. গায়ের জোরে আয়ত্তে আনা ৪. গ্রীষ্মের জনপ্রিয় ফল ৫. পদ্মফুল ৮. দয়াধারী ভগবান ৯. অনেক ব্যক্তির সন্নিবেশ ১১. সিদ্ধ চা-এর গরম পানীয় ১০. স্থূলাকার ১৬. মহিলা নফর ১৭. পাঠ ১৮. অপরের অধীনে রুজিরোজগারের কর্ম ১৯. ভাত ২০. নৌকার চালক

সমাধান ১০০ — পাশাপাশি: ১. অপার ৫. প্রতিভাবান ৮. ওকালতি ৯. দিব্য ১২ পান ১৩. গর্বিত ১৫. কল্লোল ১৬. আদা ১৭. তোষক ১৮. বারি ১৯. কলা ২০ রন্ধন
ওপর-নিচ : ২. পাইকার ৩. ছাতি ৪. দাবা ৫. প্রতিদিন ৬. ভারী ৭. নস্য ১০. চর্বি ১১. চাকর ১২. পালতোলা ১৩. গদা ১৪. তন্দুরি ১৬. আকর ১৮. বান

আজকের দিন

■ **১৯৯২** — কলকাতার একটি নার্সিংহোমে থাকাকালীন সত্যজিৎ রায়কে সম্মানসূচক অস্কার দেওয়া হয়।
■ **২০১২** — শচিন তেন্ডুলকর তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০তম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন।
■ **২০১৪** — ক্রিমিয়া রাশিয়ায় যোগদানের পক্ষে একটি বিতর্কিত গণভোটে অংশ নেয়।

জন্মদিন

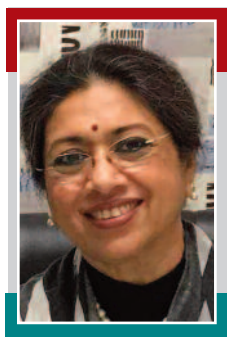

১৯৪৯ *বিশিষ্ট গীতিকার ও গায়ক কবীর সুমনের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী তনুশ্রীশঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজপাল যাদবের জন্মদিন।*

তনুশ্রীশঙ্কর

স্বাধীন ভারতের অন্ধকার ইতিহাসের জাগ্রত বিবেক

বেবি চক্রবর্তী

দিল্লি, ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে শূন্য প্রহরে দুটি নতুন অধিরাজ্য, ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে, যা মানব জাতির এক-পঞ্চমাংশ, ৪০ কোটি মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সূচনা করেছে। ভারতীয় গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে, সংসদ ভারতীয় অধিরাজ্যের প্রশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। সূর্যডোবা সেই রাতে এসেছিল ভারতের বুক চিরে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান নামে আলাদা দুই ডোমিনিয়নের জন্ম। সেইসঙ্গে ক্ষমতার হস্তান্তর। মুক্তিযুদ্ধে দুই প্রধান নায়কই ছিলেন ওই দৃশ্যে অনুপস্থিত। ১. মহাত্মা গান্ধী, যিনি কলকাতার বেলেঘাটায় বস্তি এলাকায় মুখ লুকিয়ে ওই রাতটি কাটিয়েছিলেন। ২. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজি স্বয়ং থাকলে বোধ হয় এটি হত না)। স্বাধীনতা দেশভাগ একসঙ্গে জড়িয়ে গেল। কিন্তু দেশভাগ ছিল যতটা নিরেট সত্য, স্বাধীনতা ততটা নয়। দেশভাগের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল কোটি কোটি মানুষের চোখের জল। রক্তের স্রোত বয়েছিল। জাতির চেয়ে বড় হয়েছিল সম্প্রদায়। যেখানে সম্প্রদায় বিশেষ জেহাদ ছাপিয়ে গিয়েছিল জীতীয় সংগ্রামকে। শুরুতেই গড়ার চেয়ে ভাঙাই পেল মর্যাদা। দেশপ্রেমকে বিদায় জানিয়ে মান্যতা দেওয়া হল ক্ষমতার কাড়াকাড়িকে। কে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন! সেইরাতে গান্ধিজিও নাকি নিরবে কেঁদেছেন। পরে স্বীকার করছিলেন ১৫ ই আগষ্ট ছিল তাঁর পরাজয়ের দিন। গ্লানিভারে নুয়ে পড়েছিলেন তিনি। গান্ধিজি বলেন,'জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল , মৌলানা আজাদ সবাই তাঁর দূরের মানুষ। এরা এতকাল আমাকে মই হিসেবে ব্যাবহার করেছে। কাজ ফুরোলে ছুঁড়ে ফেলেও দিয়েছে। গান্ধিজি পরে স্বীকার করেন যে ত্যদি সুভাষ ফিরত তবে দেশভাগ হত না।'

সত্যি কি আমরা ইতিহাসের পাতায় আসল অন্ধকারের পেছনে দেশভাগ সেই সম্পর্কে কজন মানুষ জানি! কতটা নেতিবাচক লেখা আছে! জানি আমার কলম একদিন এই স্বাধীন ভারতে হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে। যাইহোক একদিকে নেহরুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন-এর সুন্দর পত্নী ব্রিটিশ অভিজাত পরিবারের তরুণী এডুইনা সিন্থিয়া অ্যানেট অ্যাশলেকে -এর সঙ্গে। এই ঘটনা পরে নেহরু কন্যা নিজ মুখে স্বীকার করেছিলেন। অন্যদিকে গান্ধীজির সবরমতী আশ্রম ঘিরে এক বিস্মৃত ঘটনার পিছনে রয়েছে এক গোলক ধাঁধা। এই নেহরু -গান্ধীর সুসম্পর্কের পেছনে আছে তাঁদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারি।

তখন গর্ভনর মাউন্টব্যাটেন এবং কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরুর প্রতি নাকি সদভাব ছিল...! আসুন লোকশ্রুতি অনুসারে দেশের প্রতি তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অনুরাগী ছিলেন নেহরু। তাঁদের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক বন্ধু কৃষ্ণ মেননের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নেহেরুর সাথে তাঁর গভীর অনুভূতি- ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। যা তাঁর স্ত্রী এডউইনারও ছিল। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ছিলেন রানী ভিক্টোরিয়ার নাতি এবং একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। নৌ কর্মকর্তা যিনি ভারতের শেষ ভাইসরয় এবং ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ছিলেন।

১৯৪৭ সালে ১৫ ই আগস্ট মাতৃভূমির বুকে বেজে ছিল শঙ্খ ধ্বনি উড়েছিল পতাকা মধ্যরাতের অন্ধকারে রাত্রি বারোটায় অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা ঘোষনা...!

সূর্যালোকে আসেনি ভারতের স্বাধীনতা। আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম মধ্যরাতের অন্ধকারে। ঘড়িতে তখন রাত বারোটা। অখন্ড ভারতের বারোটা বাজিয়ে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছিল। মাঝরাতে দু'টুকরো হয়ে গেল দেশ। কিন্তু ভারত ভেঙে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নেয়নি। জন্মেছিল দু'টি পৃথক ডোমিনিয়ন। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের ঠিক মাঝামাঝি ১৪ এবং ১৫ই আগষ্ট বাস্তবে কী ঘটেছিল তাঁর ছোটো একটা বিবরণ তুলে দিলাম ;

দিল্লি, ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে শূন্য প্রহরে দুটি নতুন অধিরাজ্য, ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে, যা মানব জাতির এক-পঞ্চমাংশ, ৪০ কোটি মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সূচনা করেছে। ভারতীয় গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে, সংসদ ভারতীয় অধিরাজ্যের প্রশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেছে।

সূর্যডোবা সেই রাতে এসেছিল ভারতের বুক চিরে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান নামে আলাদা দুই ডোমিনিয়নের জন্ম। সেইসঙ্গে ক্ষমতার হস্তান্তর।

মুক্তিযুদ্ধে দুই প্রধান নায়কই ছিলেন ওই দৃশ্যে অনুপস্থিত। ১. মহাত্মা গান্ধী, যিনি কলকাতার বেলেঘাটায় বস্তি এলাকায় মুখ লুকিয়ে ওই রাতটি কাটিয়েছিলেন। ২. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজি স্বয়ং থাকলে বোধ হয় এটি হত না)।

স্বাধীনতা দেশভাগ একসঙ্গে জড়িয়ে গেল। কিন্তু দেশভাগ ছিল যতটা নিরেট সত্য, স্বাধীনতা ততটা নয়। দেশভাগের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল কোটি কোটি মানুষের চোখের জল। রক্তের স্রোত বয়েছিল। জাতির চেয়ে বড় হয়েছিল সম্প্রদায়। যেখানে সম্প্রদায় বিশেষ জেহাদ ছাপিয়ে গিয়েছিল জীতীয় সংগ্রামকে। শুরুতেই গড়ার চেয়ে ভাঙাই পেল মর্যাদা। দেশপ্রেমকে বিদায় জানিয়ে মান্যতা দেওয়া হল ক্ষমতার কাড়াকাড়িকে।

কে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন!

সেইরাতে গান্ধিজিও নাকি নিরবে কেঁদেছেন। পরে স্বীকার করছিলেন ১৫ ই আগষ্ট ছিল তাঁর পরাজয়ের দিন। গ্লানিভারে নুয়ে পড়েছিলেন তিনি। গান্ধিজি বলেন, 'জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল , মৌলানা আজাদ সবাই তাঁর দূরের মানুষ। এরা এতকাল আমাকে মই হিসেবে ব্যাবহার করেছে। কাজ ফুরোলে ছুঁড়ে ফেলেও দিয়েছে। গান্ধিজি পরে স্বীকার করেন যে ত্যদি সুভাষ ফিরত তবে দেশভাগ হত না।'

স্বাধীনতা ও দেশভাগ একই সময়ে ব্রিটিশ আইনের আওতায়। আইনের নাম The Indian Independence Act– 1947 ' কিন্তু ৫নং ধারায় এসে থলির বেড়াল বেড়িয়ে পড়েছিল।

প্রতিটি নতুন ডোমিনিয়নের জন্য, একজন গভর্নর জেনারেল থাকবেন যিনি মহামান্য কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং ডোমিনিয়ন সরকারের উদ্দেশ্যে মহামান্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ব্রিটিশ যে ভারত থেকে বিদায় নেবে সুভাষচন্দ্র তা জানতেন উ যাবার আগে তারা যে অখন্ড ভারতকে করে দিয়ে যাবে তা তিনি যুদ্ধ শুরু হবার আগেই বুঝেছিলেন। কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে সে বিষয়ে তিনি জনসাধারণ ও শিক্ষামন্ডলীকে হুঁশিয়ার করেও দিয়েছিলেন। তারপর যখন তিনি দেশের বাইরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতার যুদ্ধ চলা কালীন তখন বেতার ভাষণে গান্ধী, নেহেরু,প্যাটেল প্রমুখ নেতৃমন্ডলীর কাছে বারবার তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন, মাতৃভূমিকে দ্বিখন্ডিত হতে দেবেন না। কেউ শোনেনি তাঁর কথা। তাই আজ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতি যেন জাতির অন্ধ বিবেচিত নির্বাচিত প্রার্থী কূটনীতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে দুর্নীতির দিকে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে। অর্থনীতি সাম্যতা কমে দিনে দিনে বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। স্বাধীনতার নতুন সূর্য কখনও দেখতে চায়নি ক্ষুধার্ত অসহায় শিশুর কান্না আর বেকারত্বের অবহেলিত নিরব নোনাজল !

ব্রিটিশ ভারতকে দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের পর ১৯৪৭ এর ১৫ ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত (India) - পাকিস্তান (Pakistan) নামে দুটি স্বাধীন অধিরাজ্যে বিভক্ত হয় উ সারা দেশ যখন মুক্তির আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে , তখন দেশে একটি নতুন শ্লোগান ওঠে — 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়। ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ' — 'এই স্বাধীনতা মিথ্যা, ভুলো না, ভুলো না।' বলা বহুল্য, এ অভিযোগ যথার্থ নয়, বরং বলা য়ায় — অর্ধ - সত্য। ড. অমলেশ ত্রিপাঠী বলেন, 'এ আজাদি একেবারে ঝুটা না হলেও জন্মসূত্রে প্রতিবন্ধী ক্ষ্ম কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তিনি গান্ধি - নেহরু সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব রাখেননি। যাইহোক আসলে স্বাধীনতা লাভের ফলে ভারত দু- টুকরো হয়ে যায়। ভারতের দুটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ — বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিখন্ডিত হয়। দেশজুড়ে শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, লুণ্ঠন, নারীনির্যাতন, ধর্মান্তর এবং লাখ লাখ ছিন্নমূল মানুষের দেশান্তর গমন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ায় পাকিস্তান ভারত - ভুক্ত পাঞ্জাব থেকে লাখ লাখ মানুষ ভারতে চলে আসতে থাকে। এইসব দেশত্যাগী মানুষদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য ও কাজের ব্যাবস্থা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়উ দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিও বিভক্ত হয়ে যায়। ভারতে দেখা যায় চরম বেকার সমস্যা। ১৯৪৭ এর অখন্ড ভারত ভাগ নতুন দেশের গৃহহীন ও বাস্তুচ্যুত। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলেও বোঝা যায়নি আগষ্টে দেশভাগ হবে। এপারের মানুষ ওপারে যাবে। ওপারে মানুষ এপারে উ মুর্শিদাবাদ, খুলনাার মানুষ বিভ্রান্ত হবে তাদের অংশে ভারত না পাকিস্তানের পতাকা উড়বে। সিলেটের করিমগঞ্জে পাকিস্তানের পতাকা উড়েও নেমে যাবে। প্রাক্তন এক ইংরেজ বিচারক স্যার সেরিল র্যাডক্লিফ যিনি আগে কোনদিন ভারতবর্ষে আসেনি, ভালো করে ম্যাপ পড়ার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা (Cartographic Knowledge) যার নেই, প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা নেই এ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংস্কৃতি,ভাষা ও আনন্দ - বেদনার তাকে কিনা দায়িত্ব দেওয়া হল বাংলাকে বিভক্ত করার বাউন্ডারি কমিশনের। স্যার লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন দেশভাগের জন্য তাড়াতাড়ি করে ধরে এনেছিল তখনকার রাজনৈতিক চাপের পরিস্থিতি সামাল দিতে, তার আঁকিবুকি ও নানা কূটকৈশলের রাজনৈতিক সমীকরণে কোটি কোটি মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা আর বিপর্যয় নেমে আসবে ঊ অনেকের নতুন পরিচয় হবে উদ্বাস্তু। ছেড়ে যেতে হবে সাতপুরুষের বসতি, স্মৃতি ও সংগ্রামের ভূমি, নদী -মাঠ- ঘাট, আশৈশব, হেঁটে যাওয়া চেনা পথ , প্রান্তর পেছনে পড়ে থাকবে ধু-ধু স্মৃতির ভূমি, স্বজনের কবর আর শশ্মান। অসহায় অজস্র মানুষের স্থান হবে রিফিউজি ক্যাম্প। কেউ যাবে দূর পৌরাণিক কাহিনীর অনুর্বর দেশ -দন্ডকারণে। তাদের সংগ্রাম ও গভীর বেদনা ফুরাবে না একজীবনে ।আজ যেন সব স্মৃতির পাতা অশ্রুসিক্ত এন. আর. সি. উদবাস্তু কাহিনীর ঝলক। এরপর একদিন আমাদের অন্ধ বিবেচিত প্রার্থী রাজনীতির অলিন্দে কূটনৈতিকে গ্রাস করে সভ্যতায় বুকে ধেয়ে আসছে এক অজানা অন্ধকার। অন্যদিকে বেকারত্বের অবহেলিত চোখের নোনাজল.. ! এমন স্বাধীনতার সূর্যদ্বোয় দেখতে চাননি...! পরাধীনতার গ্লানি জর্জরিত ভারতকে শৃঙ্খলা মুক্ত করতে শত বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ অশ্রুসিক্ত রক্ত। কি ভয়াবহ দেশভাগ...! ... ধর্মের কারণে মেরুকরণের ফলে লক্ষ লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল। লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। নৃশংসতা ছিল ভয়াবহ -গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুরাও রেহাই পাওনি। এক কথায় কোটি মানুষের রক্তের ওপর দেশভা।

ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শত শত বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। কোটি মানুষের রক্তের ওপর দেশভাগ।কথায় আছে গোড়ায় গলদ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন নিয়েও দলাদলি ছিল খোদ কংগ্রেসের অন্দরমহলে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং জওহরলাল নেহরুর মধ্যে। যখন কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২ টা ভোট পেয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর বাকি তিনটে ভোট ঝুলিতে ছিল জহরলাল নেহেরুর। সেই দিন গান্ধীজি কে বাধ্য করা হয়েছিল যাতে তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল- কে প্রধানমন্ত্রী হতে নিরস্ত্র করেন।

এবং গান্ধীজি নিজে প্যাটেল এর পদত্যাগপত্র লিখে তাতে সাইন করার জন্য প্যাটেলকে বললে তিনি বলেন, ক্ষ্ম স্বাধীনতার শুরুতেই গণতান্ত্রের গলা টিপে তাঁকে হ্রাস করা হলক্ষ্ম সেই সময় এটি একটি তৎকালীন ইংরেজি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির অনুমোদন ছাড়া প্রধানমন্ত্রী পদ নির্বাচন করা যায় না কিন্তু সেখানে গান্ধীজি সবকিছু উপেক্ষা করে খোদ স্বয়ং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নাম ঘোষণা করেন পন্ডিত জহরলাল নেহরু'কে। আজ ও তাঁর জন্মদিন শিশু দিবস হিসাবে পালিত হয়।

ভারতের রাজনীতির মঞ্চ যেন এক চিরকালীন নাট্যগৃহ। যেখানে সিংহাসন নিয়ে চলে চরম কৌশল দ্বন্দ এবং প্রতিযোগিতা। আজও তাঁর ব্যাতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার কেবল একটি প্রশাসনিক পদ নয় বরং হয়ে উঠেছে শক্তির প্রভাব ও আর্দশের প্রতীক। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ছিলেন গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা। তাঁর শাসনে ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সিংহাসন ছিল তাঁর কাছে দায়িত্ব দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার মঞ্চের স্বপ্ন সত্যি কি ছিলেন পন্ডিত জহরলাল নেহরু..? ...মনুষ্যত্বের বিবেক কড়া নাড়ছে আমাদের নেতাজি সুভাষ কই...? ...গান্ধী - নেহরুর চিরকালীন ষড়যন্ত্রে কি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে...? নাথুরাম গর্ডসের গান্ধী হত্যার পেছনে কি সুভাষ এর প্রিয় সহযোগী ভগৎরাম তলোয়ার এর সেই চিঠিটা...? রাশিয়ার জেলে বন্দী থাকাকালীন তিনি লিখেছেন। সুভাষের প্রিয় সহযোগী এবং গুপ্তচর ভগৎরাম তলোয়ার -এর সেই চিঠি...?... ভাগৎরাম কেস ফাইল নামে রাশিয়ার হাতে ছিল... !..... দিল্লির লাল কেল্লায় বিচারাধীন অবস্থায় শাহনওয়াজ - ধিলান - শেহগাল এর সেই সময় মাউন্ট ব্যাটেনর ওয়ান্টেড 'war criminal' তখন তকমা দিয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। আর এই কথাটিকে পূর্ণ সমর্থন করেছিল কি জহরলাল নেহরু...? সপক্ষে পাল্টা ব্যাক্তিগত চিঠি ও লিখেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলিকে...? তবে যাইহোক সুভাষ যদি ফিরত দেশভাগ হত না। সুভাষচন্দ্র বসু দক্ষিণ এশিয়া থাকাকালীন বেতার সংযোগে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন গান্ধী - নেহরুর সঙ্গে। তিনি একাধিকবার সচেতন করিয়েছিলেন জল্লাদের ভূমিকায় মাউন্ট ব্যাটেনকে বিশ্বাস না করতে, দেশভাগের বলির পাঁঠা না হতে...!

সুভাষচন্দ্র বসু জানতেন যে স্বরাজ অর্জিত সেখানে দেশভাগের কোন প্রসঙ্গই আসে না...! কিন্তু জল্লাদ মাউন্ট ব্যাটেনকে অন্ধের মত বিশ্বাস নেহরু- গান্ধীর। আজও যেন অখন্ড ভারতবর্ষের ভারত - পাকিস্তান - দেশভাগের মাসুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে...! এই দেশভাগের পর যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতার যেন বীজ বপন করেছিল..! নির্ধারিত সীমানায় সেনা মোতায়েন চব্বিশ ঘণ্টা। এই অখন্ড ভারতবর্ষের ভারত - পাকিস্তান বর্ডারে - চীন - বাংলাদেশ - সার্কের দেশগুলি কখনও পাল্টিবাজের ভূমিকা পালন করছে..! আজ সত্যি কি আমরা প্রকৃত স্বাধীন...?

চর্চাবাসর ১০১

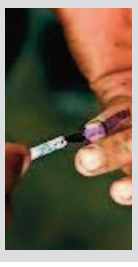

ইংরেজি মূল শব্দ 'Vote' (যা ল্যাটিন শব্দ votum থেকে এসেছে - একটি ব্রত, ইচ্ছা, বা প্রতিশ্রুতি)। বাংলা শব্দ 'ভোটার' (ভোটার) ইংরেজি থেকে সরাসরি ধার করা (লিপ্যন্তর) যা আধুনিক বাংলায় গৃহীত হয়েছে ভোটদানকারী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। বাংলা অর্থ ভোটদাতা (ভোটার/নির্বাচক) বা নির্বাচক (নির্বাচক)। গণমাধ্যম এবং নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে, প্রায়শই vothdata এর মতো স্থানীয় বাংলা শব্দের সাথে এটি ব্যবহৃত হয় ।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ধর্মঘটের দিন কেন স্কুল বন্ধ?

ক্লাসরুমে ঢুকে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের দাদাগিরির ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষকেরা ধর্মঘটে সামিল হওয়ায় বন্ধ ছিল স্কুল। ধর্মঘটের দিন স্কুল কেন বন্ধ থাকবে এই প্রশ্ন তুলে এবার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান স্কুলের ক্লাসরুমে চড়াও হয়ে শুরু করলেন তুমুল হম্বিতম্বি। শিক্ষককে হুমকি দেওয়ার পর জোর করে ক্লাসরুমে থেকে পঞ্চায়েত প্রধান বের করে দিলেন পড়ুয়াদের। শনিবার বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের চুনপোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে শিক্ষক সমাজে। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান-সহ তৃণমূল নেতাদের শাস্তির দাবিতে সোমবার থেকে পালটা আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে একাধিক প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন।

বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের চুনপোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষিকা আছেন। শুক্রবার যৌথ মঞ্চের ডাকা ধর্মঘটে দু'জনই সামিল হওয়ায় ওইদিন স্কুল বন্ধ ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার যথারীতি ওই স্কুলে পঠন পাঠন শুরু হলে আচমকাই সেখানে কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে হাজির হন তৃণমূল পরিচালিত ঘুটগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গণেশ মণ্ডল। সেসময় স্কুলের একটি ক্লাসরুমে পড়াচ্ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়। আচমকাই শিক্ষকের বিনা অনুমতিতে পঞ্চায়েত প্রধান সেই ক্লাসরুমে ঢুকে হম্বিতম্বি শুরু করেন বলে অভিযোগ। ধর্মঘটের দিন কেন স্কুল বন্ধ থাকবে তার জবাবদিহি চেয়ে কার্যত প্রধান শিক্ষককে হুমকি চমকি দিতে থাকেন ওই পঞ্চায়েত প্রধান। প্রধান শিক্ষক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে আচরণ সংযত করতে অনুরোধ করলে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন পঞ্চায়েত প্রধান। পড়ুয়া ও উপস্থিত পুলিশের সামনেই তুমুল হম্বিতম্বি করে ওই শিক্ষককে প্রথমে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। পরে নিজেই ক্লাসরুম থেকে পড়ুয়াদের জোর করে স্কুলের মাঠে বের করে দেন ওই পঞ্চায়েত প্রধান। শিক্ষককে স্কুলের ক্লাসরুমে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয় বলেও অভিযোগ। চুনপোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আক্রান্ত প্রধান শিক্ষকের দাবি পঞ্চায়েত প্রধানের এহেন হম্বিতম্বিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্কুলের ক্ষুদে পড়ুয়ারা। এদিকে স্কুলে ঢুকে পঞ্চায়েত প্রধানের এহেন হম্বিতম্বির ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় শিক্ষক সমাজের মধ্যে। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের শাস্তির দাবিতে সরব হন আক্রান্ত শিক্ষক ও স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষকদের একাংশ। বাম শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ'র তরফে বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধও করা হয়।

এদিকে পঞ্চায়েত প্রধানের এভাবে স্কুলে চড়াও হয়ে হম্বিতম্বির ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে বিজেপি ও বামেরা। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, শিক্ষকেরা ধর্মঘট করায় স্কুল বন্ধ ছিল। পঠন পাঠন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি বন্ধ ছিল মিড ডে মিল। কেন এই ঘটনা তা স্কুলে জানতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষকই তাঁর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের এই আচরণকে তাঁরা সমর্থন করছেন না।

আলুর দামে ঘাটতি

গলসিতে আত্মঘাতী আলুচাষি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: আলুর দাম পাচ্ছেন না আলুচাষিরা। কোথাও বিক্ষোভ, তো কোথাও মাঠেই আলু পরে নষ্ট হচ্ছে। এবার আলুর দাম না পেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক আলু চাষি। মৃতের নাম বুলবুল মণ্ডল। গলসির শিড়রাই পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামের বাসিন্দা।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সামনেই ঈদের অনুষ্ঠান। ঈদের ঠিক ১০ দিন পরেই হবে বোনের বিয়ে। একদিকে আলু চাষ করতে গিয়ে ঋণের বোঝা, অন্যদিকে বোনের বিয়ে। তার সঙ্গে রয়েছে সংসারের খরচ। এদিকে আবার আলুর দাম নেই বাজারে। ফলে সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন বুলবুল মণ্ডল। পরিবারের বাবা মা ছাড়াও নিজের একটি মেয়ে ও দুই বোন আছে বলে জানা গিয়েছে। বুলবুল মণ্ডলের অকাল প্রয়াণে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। গলসি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বুলবুল এবার ৬ থেকে ৭ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিল। সেই চাষ ভালো হলেও, বাজারে আলুর দাম নেই। ফলে একদিকে ঋণ নিয়ে আলু চাষ করে আলুর দাম পাওয়া যাচ্ছিল না। তার উপর আবার বোনের বিয়ে। সব নিয়ে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিল সে। সেই থেকেই আত্মহত্যা বলে দাবি এলাকাবাসীর।

বালুরঘাটে ভোটের তোড়জোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই সমগ্র রাজ্যেজুড়ে 'আদর্শ আচরণবিধি' কার্যকর করা হয়েছে। কমিশনের সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে। প্রথম দফায় ১৫২টি এবং দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জেলার মোট ৬টি বিধানসভা আসনের সবকটিতেই প্রথম দফায় অর্থাৎ আগামী ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ করা হবে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরপরই জেলাজুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। বালুরঘাট শহর-সহ জেলার বিভিন্ন জনবহুল স্থান থেকে রাজনৈতিক ফ্লেক্স, ব্যানার এবং পোস্টার সরানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য আগামী ৩০ মার্চ গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ রাখা হয়েছে ৬ এপ্রিল। এরপর ৭ এপ্রিল মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে এবং প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ধার্য করা হয়েছে ৯ এপ্রিল। ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণের পর আগামী ৪ মে ভোটগণনা ও ফলাফল প্রকাশ করা হবে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১১,০০,৫৯৮ জন। এর মধ্যে ৫,৬৩,৬৮০ জন পুরুষ ভোটার এবং ৫,৩৬,৮৭৮ জন মহিলা ভোটার রয়েছেন। এছাড়া জেলায় ৪০ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ভোটগ্রহণের জন্য জেলায় মোট ১,৩৪৩টি মূল বুথ এবং বেশ কিছু অতিরিক্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ভোটের সরঞ্জাম বিলি ও সংগ্রহের জন্য জেলাজুড়ে নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন ও রিসিভিং সেন্টার চিহ্নিত করা হয়েছে। কুশমণ্ডি (তফসিলি জাতি) এবং হরিরামপুর কেন্দ্রের জন্য বুনিয়াদপুর কলেজকে কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট ও তপন (তফসিলি উপজাতি) কেন্দ্রের যাবতীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বালুরঘাট কলেজে। গঙ্গারামপুর (তফসিলি জাতি) কেন্দ্রের সরঞ্জাম বিলি হবে জেলা পরিষদ মাঠে (অভিযাত্রী মাঠ), তবে ভোটগণনা হবে বালুরঘাট কলেজেই। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন আগামী দিনগুলোতে নজরদারি আরও বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে।

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

1) NOTICE INVITING e-TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme /NIT-65/2025-2026 Memo No:- 4745/PWD/BM/2025-2026, Dated-14.03.2026
Number of Work:-16 (Sixteen) Sl. No. 1-16
Name of work: Installation of Submersible pump in different words under Bolpur Municipality.
2) NOTICE INVITING e-QUOTATION NO: WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/NIQ-09/2025-2026 Memo No:- 4746/PWD/BM/2025-2026, Dated-14.03.2026
Number of Work:-3 (Three) Sl. No. 1-3
Name of work: Preparation of DPR (including Architectural Drawing, Estimates & BOQ, Structural Drawing & Design... of Rabichyya Guest House, S.D.S.A Stadium & Nichupatty Guest House under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission 07.04.2026 at 06:00 PM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site: www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

লোধাশুলিতে সদগোপ সমাজের অভিনন্দন সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের দাবি তুলে ধরছে। সেই প্রেক্ষাপটেই সদগোপ সমাজের দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবির বাস্তবায়ন ঘিরে রাজ্য জুড়ে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সদগোপ সমাজের জন্য সদগোপ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সদগোপ সমাজের মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে উচ্ছ্বাস ও আনন্দ। এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার লোধাশুলিতে আয়োজিত হয় একটি অভিনন্দন সভা। পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি অবনী কুমার ঘোষ, সদগোপ সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার ঘোষ, সদগোপ সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ সহ সমাজের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি অবনী কুমার ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। রাজ্য সরকার সদগোপ সমাজের কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে, যা সমাজের মানুষের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সিদ্ধান্তের ফলে সদগোপ সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি ও সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।' তবে তাঁদের দাবি, কেন্দ্র সরকারও যেন সদগোপ সমাজকে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করে। যদি এই দাবি পূরণ না হয়, তবে সদগোপ সমাজ কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। সদগোপ সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ বলেন, 'সদগোপ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের ফলে শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমাজের মানুষ নতুন সুযোগ ও সুবিধা পাবে বলে আমরা আশাবাদী।'

ডায়মন্ড হারবার মডেল অনুসরণে আসানসোলে 'এক ডাকে ডাক্তার'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মাস কয়েক আগে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে শুরু হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির এবং রোগ নিরাময়ের জন্য বিনামূল্যে পথ্য বিতরণ। সেই মডেলকে অনুসরণ করে এবার আসানসোলে শুরু হল 'এক ডাকে ডাক্তার' নামে চিকিৎসা শিবির। রবিবার এই শিবিরের আয়োজন করা হয় আসানসোল পৌরনিগমের অন্তর্গত ৮৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর ময়দানে। এই শিবিরে বিনামূল্যে চোখ ও দাঁত পরীক্ষার সাথে সাথে ইসিজি, বিভিন্ন রকম রক্ত পরীক্ষা, প্রেসার এবং সুগার পরীক্ষা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এবং প্রয়োজনীয় পথ্য বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এই শিবিরের উদ্যোক্তা আসানসোল পৌরনিগমের ৮৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বোড়ো চেয়ারম্যান ডাক্তার দেবাশিস সরকার বলেন, 'ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে বিনামূল্যে যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া শুরু করেছেন এবং সাধারণ মানুষ যেভাবে উপকৃত হচ্ছেন, সেই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই উদ্যোগ নিয়েছি।' তিনি বলেন, এই শিবিরে শুধু শারীরিক পরীক্ষায় নয়, তার সঙ্গে চিকিৎসা এবং রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্য বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, এদিনের শিবিরে ৮৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ছাড়াও আশেপাশের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের কয়েকশো বাসিন্দা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। অপরদিকে ৮৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলর মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ভোট আসন্ন, তাই মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোটের গিমিক করছেন বর্তমান কাউন্সিলর।'

বর্ষাকালীন রোগের মোকাবিলায় কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে প্রখর গ্রীষ্মের দাপট। আর এই গ্রীষ্মকাল অতিক্রম হওয়ার পরই শুরু হবে বর্ষার ঘনঘটা। বর্ষাকালীন সময় বিভিন্ন রোগের আক্রান্তের শিকার হতে হয় মানুষজনকে। তাই আগাম সর্তকতা হিসেবে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হল ইন্দাস পাওয়ার স্টেশন সংলগ্ন পাওয়ার হাউসে। ইন্দাস পাওয়ার স্টেশনের স্টেশন-ম্যানেজার কাঞ্চন দাসের উদ্যোগে এদিন স্থায়ী অস্থায়ী সমস্ত কর্মীদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল স্বাস্থ্য শিবিরের। বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পাশাপাশি কারও কোনও পূর্ববর্তী রোগ আছে কিনা, সেটাও পরীক্ষা করা হয়। ডব্লুবিইএসডিসিএল-এর পক্ষ থেকে নির্দেশক্রমে এই আয়োজন করেন ইন্দাস পাওয়ার স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার। স্টেশন ম্যানেজার কাঞ্চন বাবু জানান, পরবর্তীতে এহেন উদ্যোগ আরও নেওয়া হবে। স্টেশন ম্যানেজারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন সমাজের সকল স্তরের মানুষজন।

NIT No. SFDC/MD/NIT -15(e)/2025-26

SFDC Ltd. invites a tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work 'Day to Day Preventive, Corrective & Routine Maintenance of entire Electrical Installation at Nalban Food Park, Salt Lake, Sec.-IV'. Last date of (online) bid submission on 23/03/2026 up to 4.00 p.m. and date of opening technical bid on 25/03/2026 at 4.00 p.m.

For details, please visit our website -www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in

Notice Inviting e-Tender & Corrigendum

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti Notice invites tender **Ref. e-NIT No.- BHATAR BDO & PS/35/2025-26, Dated- 13/03/2026 & BHATAR PS/31/2025-26, Dated- 13/03/2026.** Last Date of Bid Submission : **25/03/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমরা, শ্রী কল্লোল কুমার ঘোষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ভোগদখল করিয়া আসিতেছি উত্তরাধিকার সূত্রে পার্টিশন দলিল তারিখ ২৩.০৭১৯৭৯, উল্লেখ্য বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৪, পৃষ্ঠ ২৬৯ থেকে ২৮১, দলিল নং ৪৩১৬ -১৯৭৯ সালের, সাব রেজিস্ট্রার উলুবেড়িয়া এবং সংশ্লিষ্ট দলিল নং ৪৩১৬-১৯৭৯, শ্রী শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রী নির্মল কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রী বিমল কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রী উৎপল কৃষ্ণ ঘোষ এর অনুকূলে, এক জেনারেল ডায়েরি উলুবেড়িয়া থানায় উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৮৭১ তারিখ ১০.১১.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।
আমরা ঘোষণা করিছ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি কোনও ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানি/ অন্যকোনও সংস্থার নিকট বন্ধকদত্ত নেই সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এবং আমরা আমাদের জ্ঞাত ডেভেলপার দ্বারা উক্ত সম্পত্তির উপর উন্নয়ন নির্মাণ করার আগ্রহী।
আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সকল দায় থেকে মুক্ত এবং কোনও বিবাদ (আইনি) এর জন্য আমরা দায়ী থাকব।
কোনও ব্যক্তির উক্ত বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকলে তিনি নিম্নোক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ৭ দিনের পরবর্তীতে কোনও দাবি আপত্তি গ্রাহ্য হবে না এবং আমরা উক্ত বিষয়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন করব।

কল্লোল কুমার ঘোষ
মো : ৯৮৭৪৪৬১৩৩৬
উলুবেড়িয়া, হাওড়া

উত্তরপাড়ায় মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও সংকটের প্রতিবাদে রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন। হুগলির উত্তরপাড়ার কংগ্রেস কার্যালয়ে গ্যাসের সিলিন্ডার সামনে রেখে কর্মীরা গলায় প্লাকার্ড ঝুলিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রজনী সিং, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডালিয়া দে, সাধারণ সম্পাদক মিঠু নাগ, রাজ্য কিষাণ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দেব, টাউন কিষাণ কংগ্রেসের সভাপতি মিলন চক্রবর্তী, কংগ্রেস নেতা দেবাশিস মুখার্জী-সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য অবিলম্বে গ্যাসের দাম না কমালে ও গ্যাস সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক না করলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন আরও তীব্রতর করা হবে।

ইদ উপলক্ষে শান্তি কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আসন্ন ইদ উপলক্ষে জামুড়িয়া থানায় শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হল। উক্ত সভায় জামুড়িয়া এলাকার সকল মসজিদ কমিটি উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসিপি সেন্ট্রাল বিমান কুমার মির্ধা, সিআই মানব দাস, জামুড়িয়া থানার ওসি, চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি, শ্রীপুর ফাঁড়ির আইসি, কেন্দা ফাঁড়ির আইসি ও চুরুলিয়া ফাঁড়ির আইসি, ট্রাফিক ওসি প্রমুখ। এসিপি বিমান কুমার মির্ধা জানান, 'ইদ হল মিলনের উৎসব যাতে সবাই আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।' এবিষয়ে এমএসএমই সুব্রত অধিকারী বলেন, 'জামুড়িয়ায় সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে থাকে। প্রতি বছর আমরা সবাই ইদের উৎসব ধুমধাম করে উদযাপন করি।' ওসি সৌমেন্দ্র সিংহ ঠাকুর বলেন,'শান্তিপূর্ণভাবে ইদ উদযাপনে জনগণকে সহযোগিতা করতে পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে।'

সম্প্রীতির অনন্য ছবি কাঁকসার দানবাবা মেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ৭৮তম বর্ষে পদার্পণ করল কাঁকসার দানবাবা মেলা। প্রতিবছরের মতো এই বছরও ৯ মার্চ থেকে শুরু হয় এই মেলা। সরকারিভাবে এই মেলা চলে ১৭ মার্চ পর্যন্ত। তবে মেলার রেশ থাকে আরও সাত দিন। কাঁকসা দুর্গাপুর বর্ধমান-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই মেলায় ভিড় জমান। খাবারের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন দ্রব্যের দোকান বসে এই মেলায়। মেলার শেষ তিন দিন ধরে কাওয়ালি গানের এবং বিচিত্রা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলার সমাপ্তি হয়। হিন্দু-মুসলিম ধর্মের মানুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা এই মেলায় প্রতিবছর ভিড় করেন। আস্থার ওপর ভর করে প্রতিবছর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন এই মেলায়। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বেশ কিছু মানুষ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে বেড়াতেন। তাদেরই মধ্যে একজন হলেন দান বাবা ওরফে সৈয়দ পাহাড়ি শাহ। তিনি কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন এবং ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে বেড়াতেন। বর্তমানে যেখানে তার মাজার রয়েছে সেই মাজারের মধ্যে রয়েছে তার সমাধি। কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে তিনি সেই জায়গায় থাকতেন। আশেপাশের বহু মানুষ তার কাছে যেতেন এবং তারা তাদের দুঃখ কষ্টের কথা দানবাবার কাছে শোনালে তাঁদের দুঃখ, কষ্ট মেটাতেন দানবাবা। তার আশীর্বাদেই নাকি অনেকেই ফল পেতেন। পরে তাঁর মৃত্যু হলে, এলাকার মানুষ সেখানেই তাঁকে সমাধি দেন। এলাকার মানুষ জানান, নিজের দুঃখ কষ্ট নিয়ে মাজারে গিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করলে অনেকেই ফল পেতেন। ক্রমশই সেখানে বাড়তে থাকে মানুষের সমাগম। এলাকার মানুষ মনে করেন তিনি আজও জীবিত রয়েছেন এবং মানুষের সেবা করছেন। পরে ধীরে ধীরে সেখানে মানুষের সমাগম বাড়তে থাকলে একটি দুটি করে দোকান বসতে শুরু হয় সৈয়দ পাহাড়ি শাহ ওরফে দানবাবার উরস উৎসব উপলক্ষ্যে। উৎসব উপলক্ষে বসে মেলা। প্রতিবছর সেই মেলা ক্রমশই বাড়তে বাড়তে বিশাল আকার ধারণ করেছে বর্তমানে।

মেলা কমিটির সদস্য পিরু খান জানিয়েছেন, আস্থার ওপর ভর করে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ মেলায় ভিড় করেন। উৎসবে সামিল হন হিন্দু ধর্মের মানুষরাও।

বাঁকুড়ায় খারিফ পেঁয়াজ চাষে উন্নত প্রযুক্তির সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পেঁয়াজ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় রান্নাঘরের অন্যতম প্রধান উপকরণ। কিন্তু প্রতি বছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাজারে পেঁয়াজের জোগানে ঘাটতি দেখা যায়, যার ফলে দামও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে খারিফ মরশুমের পেঁয়াজ উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বাঁকুড়ার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, 'জেলার তাপমাত্রা ও আবহাওয়া দেরিতে খারিফ পেঁয়াজ চাষের জন্য যথেষ্ট উপযোগী, বিশেষ করে এমন সময়ে যখন অনিয়মিত বৃষ্টিপাত চাষের ধরন বদলে দিচ্ছে'। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাঁকুড়ায় দেরিতে খরিফ পেঁয়াজ চাষ করলে ফসল জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে তোলা যায়। অন্যদিকে রবি মরশুমের উৎপাদিত পেঁয়াজের বড় অংশ সাধারণত সংরক্ষণ করে অক্টোবর মাস পর্যন্ত গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাজারে যে সরবরাহ সংকট তৈরি হয়, তা পূরণ করতে খারিফ পেঁয়াজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এতে যেমন ভোক্তাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব, তেমনই বাজারদর নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা মেলে। বর্তমানে ভারতে খারিফ পেঁয়াজ চাষ মূলত হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এর অর্থনৈতিক ও বাজারগত গুরুত্ব বিচার করে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যেও এই চাষকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার বলে মনে করছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। এ বিষয়ে বাঁকুড়া জেলা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলেই জানিয়েছে কেভিকে বাঁকুড়া। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, বাঁকুড়া কর্তৃক পরিচালিত প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে যে, উন্নত জাতের পেঁয়াজ এনএইচআরডিএফ এগ্রিফাউন্ড ডার্ক রেড চাষে কৃষকদের প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় গড়ে ১৯.৯১ শতাংশ বেশি ফলন পাওয়া গেছে। প্রদর্শনীর ফলাফলে আরও দেখা যায়, গড় এক্সটেনশন গ্যাপ ছিল ৪৫.৫৭ ক্যুইন্টাল/হেক্টর, যা প্রমাণ করে যে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি গ্রহণ করলে উৎপাদন আরও অনেকটাই বাড়ানো সম্ভব। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেও এই উন্নত প্রযুক্তির সাফল্য স্পষ্ট। প্রদর্শনী প্লটে গড় মোট আয় ছিল ২,৭৭,৪৫৩.৩ টাকা/হেক্টর, নিট আয় ১,৯১,১৮৪ টাকা/হেক্টর, এবং লাভ-খরচ অনুপাত বি-সি রেসিও ছিল ৩.২। অন্যদিকে কৃষকদের প্রচলিত জাত এন-৫৩-এ মোট আয় ছিল ২,০৪,১৬০ টাকা/হেক্টর, নিট আয় ১,২২,৪২৩.৩ টাকা/হেক্টর, এবং লাভ-খরচ অনুপাত ছিল ২.৫। অর্থাৎ উন্নত জাত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কৃষকদের কাছে বেশি লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। কেভিকে বাঁকুড়ার বিজ্ঞানীদের মতে, খরিফ পেঁয়াজ চাষে সঠিক জাত নির্বাচন, উপযুক্ত সময়ে চারা রোপণ, সুষম সার ব্যবস্থাপনা, রোগ-পোকা দমন, এবং সঠিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের সময় জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেলে পেঁয়াজ গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই জমি নির্বাচন ও নিকাশির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাঁকুড়া জেলায় যদি পরিকল্পিতভাবে খরিফ পেঁয়াজ চাষ বাড়ানো যায়, তাহলে শুধু কৃষকদের আয়ই বাড়বে না, একই সঙ্গে রাজ্যে পেঁয়াজের ঘাটতি কমবে এবং উৎসবের মরশুমে বাজারদরও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টার টু কর্পোরেট পারসনস) তৎসহ ২০১৬ সালের আইবিসি কোড এর ধারা ১০২(১) এবং (২) অধীনে
শ্রী সন্দীপ কুমার বাঁকা, ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স বাঁকা ইনফ্রা-ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড প্রোডাক্টস প্রা. লি. (U26931WB2012PTC183148) -এর বিনিয়োগকারীগণের দাবি আমন্ত্রণের জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ডেটর/ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী সন্দীপ কুমার বাঁকা
২.	ডেটর/ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৫বি, আলিপুর পার্ক প্লেস, কলকাতা - ৭০০০২৭
৩.	নির্দেশ আবেদনের বিস্তারিত	I.A.(IB)No. 1358/KB/2025 IN C.P (IB)/107 (KB) 2025 অর্ডার তারিখ ১০.০৩.২০২৬
৪.	ডেটরের ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	অর্ডার ঘোষিত ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ
৫.	ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়া বন্ধের আনুমানিক তারিখ	৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৬.	যে প্রস্তাব পেশাদারের নিকট দাবি নথিভুক্ত করতে হবে তার নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	উত্তর কুমার আগরওয়াল রেজি. নং IBBI//IPA-001/IP-P-02075/2020-2021/13226 বৈধ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
৭.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	উত্তক কুমার আগরওয়াল ১০১বি, রাষ্ট্র গুরু এভিনিউ, ক্লাইভ হাউস কলকাতা - ৭০০০২৮ Uttamagarwal_ca@ yahoo. co.in
৮.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	উত্তক কুমার আগরওয়াল ১০১বি, রাষ্ট্র গুরু এভিনিউ, ক্লাইভ হাউস কলকাতা - ৭০০০২৮ pg.sandeepkumarbanka@gmail.com
৯.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	৬ এপ্রিল ২০২৬
১০	সম্পর্কিত ফর্ম পাওয়া যাবে :	ক) Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল ১০.০৩.২০২৬ তারিখে শ্রী সন্দীপ কুমার বাঁকার ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে।
শ্রী সন্দীপ কুমার বাঁকার পাওনাদারদের, ০৬.০৪.২০২৬ তারিখে বা তার আগে তাদের দাবি প্রমাণ সহ জমা দিতে বলা হচ্ছে দফা নং ৮ এ উল্লিখিত ঠিকানায় রেজোলিউশন পেশাদারের কাছে।
পাওনাদাররা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অথবা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা নিবন্ধিত চিঠির মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি নিবন্ধন করবেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা হতে পারে।

উত্তম কুমার আগরওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ : ১৬-০৩-২০২৬
স্থান : কলকাতা
রেজি নং IBBI//IPA-001/IP-P-02075/2020-2021/13226

ওন্দায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

বহিরাগত প্রার্থী নয়, দাবি তুলে পোস্টার বিভিন্ন এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট ঘোষণার আগেই বাঁকুড়ার ওন্দায় প্রকট হল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার আগেই বহিরাগত প্রার্থী নয়, এই দাবি করে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের নিকুঞ্জপুরে পড়ল তৃণমূলের পোস্টার। তৃণমূলের দাবি, হার নিশ্চিত জেনে এই পোস্টার দিয়েছে বিজেপি। যদিও বিজেপির পালটা দাবি এই ঘটনা তৃণমূলেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ।

একসময়ের ফরোয়ার্ড ব্লকের শক্ত ঘাঁটি বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রে ২০১১ সাল ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরপর দু'বার তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন অরূপ খাঁ। ২০২১ সালে পুনরায় অরূপ খাঁ তৃণমূলের প্রার্থী হলে বিজেপির অমরনাথ শাখার কাছে তিনি পরাজিত হন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী অরূপ খাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির বড় ইস্যু ছিল তিনি 'বহিরাগত'। তৃণমূলের অন্দরেও অরূপ খাঁকে নিয়ে ক্ষোভ কম তৈরি হয়নি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থীকে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে জোর জল্পনা। ফের কি প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ খাঁর উপর তৃণমূল ভরসা করবে নাকি নতুন মুখ তুলে আনা হবে এই নির্বাচনে তা নিয়ে জোর জল্পনার মাঝেই এবার বাঁকুড়ার নিকুঞ্জপুর এলাকায় পড়ল হাতে লেখা ও একাধিক ছাপানো পোস্টার। পোস্টারে লেখা রয়েছে বহিরাগত কোনও প্রার্থীকে এলাকার মানুষ মেনে নেবে না। পোস্টারের প্রেস লাইনে লেখা রয়েছে তৃণমূলের কর্মীবৃন্দ। যদিও এই পোস্টার তৃণমূল কর্মীদের মানতে নারাজ তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব। তৃণমূলের অভিযোগ হার নিশ্চিত জেনে বিজেপি এই পোস্টার দিয়েছে। পালটা এই পোস্টারের জন্য তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে দুষেছে বিজেপি।

এসআইআর আবহে নির্বাচনের ছবিটা পাল্টে যেতে পারে বাঁকুড়ায়

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া লোকসভা এলাকার অধীনে থাকা শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর, তালডাংরা ও বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জয়পরাজয়ের চিত্রটা বদলে যেতে পারে। এনিয়ে বাঁকুড়া লোকসভা এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ছ'টি কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি শালতোড়া, ছাতনা ও বাঁকুড়া কেন্দ্রগুলিতে বিজেপি এবং রানিবাঁধ, রাইপুর ও তালডাংরায় শাসকদল তৃণমূলের দখলে গিয়ে ছিল। এই ৬ কেন্দ্রে জয়ের ব্যবধান ছিল শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর, তালডাংরা ও বাঁকুড়ায় যথাক্রমে ৪১৪৫, ৭১৬৪, ৩৯৩৯, ১৯৩৯৮, ১২৩৭৭ ও ১৪৬৮টি ভোটের। এই কেন্দ্রগুলিতে শতাংশ হিসাবে জয়ের ব্যবধান ছিল ২ শতাংশ, ৩.৭০ শতাংশ, ১.৯০ শতাংশ, ১০.২০ শতাংশ, ৬.২০ শতাংশ ও ০.৭০ শতাংশ ভোটের। জঙ্গলমহলের রাইপুরে জয়ের ব্যবধান ছিল সব থেকে বেশি। অন্যদিকে, তালডাংরার তৃণমূলের বিধায়ক বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ায় সেখানে ২০২৪ সালে উপনির্বাচন হলে তৃণমূল প্রার্থী ১৭.৮৮ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। এই উপনির্বাচনে তালডাংরায় ৫.৯৮ শতাংশ ভোট বাড়ে শাসকদলের আর বিজেপি প্রার্থীর ভোট কমে ৫.৭৬ শতাংশ। এই উপনির্বাচনে তালডাংরার বিজেপি নেতা ও কর্মীদের দাবি ছিল স্থানীয় প্রার্থীর। বিজেপির জেলা নেতৃত্ব বাঁকুড়া শহরের বাসিন্দাকে সেখানে প্রার্থী করেন। শাসকদল তৃণমূল ও বিরোধী দল বিজেপি উভয়েরই দাবি, আগামী ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ৬টি প্রার্থীরাই জয়ী হবেন। তবে জেলা রাজনীতি ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এসআইআর-এর প্রভাব পড়বে এই ছয় কেন্দ্রেই। এসআইআরের পর জেলা নির্বাচন আধিকারিক যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে এই ৬ কেন্দ্রে যথাক্রমে ২৩৩২৭৯, ২৪০০৬২, ২৫৪৭০৩, ২২৩৭৭৯, ২৩৫৮৫৬ ও ২৬০৬৩৭ জন ভোটার রয়েছেন। গত ২০২১ বিধানসভা আবহে যে লিস্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাতে যথাক্রমে ২২৪৪৯৫, ২৩২৮৯৪, ২৪৪৮৬০, ২১৬০৩২, ২২৫০৩২ ও ২৫৭৩৬১ ভোটার ছিল। এই দুই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে শালতোড়া ছাড়া বাকি ৫ কেন্দ্রে ২০২১ সালের তুলনায় অনেক ভোটার কমেছে এবার। রাজনীতি ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, এসআইআর-এ যাদের নাম বিচারাধীনের তালিকায় আছে, সেই সকল নাম ভোটার লিস্টে ঢুকবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বিচারাধীন ভোটারদের সংখ্যা কেন্দ্র পিছু এক হাজার ধরে নিলেও, হাজার হাজার ভোটার কমেছে। তাই আগামী নির্বাচনে এই ঘটনার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। যদি এসআইআর-এর প্রভাব পড়ে বাঁকুড়ায় নির্বাচনের ছবিটাই পাল্টে যেতে পারে।

মুণ্ডেশ্বরী নদীর চর থেকে বালি তোলা নিয়ে ক্ষোভ

প্রশাসনের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও মুণ্ডেশ্বরী নদীর চর থেকে বালি তোল নিয়ে আপত্তি জানিয়ে উচ্চ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন গ্রামবাসীরা। এবারের ঘটনা খানাকুলের তাঁতিশাল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাজপুর, উদনা, কনকপুর, কুড়কুড়ি গ্রামের। এই সব গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্তমানে আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর চর থেকে জেসিবি মেশিন দিয়ে কিছু মানুষ বালি তুলছেন। এই নদীটি মুণ্ডেশ্বরী নদী থেকে শাখা নদী হয়ে উদনা গ্রামের থেকে শুরু হয় এবং কনকপুর গ্রামে পুনরায় মুণ্ডেশ্বরী নদীতে গিয়ে মিশেছে। এই নদীর তীরবর্তী এলাকায় অনেক মানুষের ঘরবাড়ি আছে এবং বসবাস করেন এই নদীর চরে। কিছু মানুষ চাষাবাদ করে দিনযাপন করেন। এই নদীতে সব সময় জল থাকে না। শুধু মাত্র বন্যার সময় এক দু'মাস জল থাকে, বাকি সময় শুকনো থাকে। যার ফলে এই নদীর উপর দিয়েই আশেপাশের

সমস্ত গ্রামের মানুষ সহজে যাতায়াত করতে পারেন। এমনিতে গতবার বন্যায় এই নদীর তীরবর্তী অনেক বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল, এখনও তা সংস্কার হয়নি। বর্তমানে যদি এই নদী থেকে বালি তোলা হয় তাহলে নদীর তীরবর্তী ঘরবাড়ি এবং নদীর বালির চরে কৃষি জমি সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি ওই সব গ্রামের মানুষদের। জানা গেছে, এই জন্য নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষজন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। নদীর চর থেকে যাতে বালি তোলা না হয় সেই জন্য তাঁরা হুগলি জেলা শাসক ও হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের এসপির কাছে আবেদন করেন। অন্যদিকে, এই বিষয়ে ওই এলাকার একাংশের দাবি, নদীর সংস্কার করছে প্রশাসন। এতে বহু সাধারণ কৃষকের উপকার হবে। এই বিষয়ে ওই এলাকার তৃণমূল নেতা শেখ সাকিম বলেন, 'মুণ্ডেশ্বরী নদীর সংস্কার করছে প্রশাসন। এতে আমাদের কিছু করার নেই। তবে নদীর চর সংস্কার হলে বহু কৃষক জল পাবে এবং নদীর গভীরতা বাড়বে। নদী তার স্বাভাবিক গতিতে প্রভাবিত হবে।' সবমিলিয়ে ওই এলাকার বাসিন্দারা উচ্চ প্রশাসনিক কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে দেখার নদীর সংস্কারের নামে বালি লুঠ বন্ধ হয় কিনা।

নিখোঁজ শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, ক্ষতিপূরণের দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত দু'দিন ধরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ থাকা এক শ্রমিকের দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কাঁকসায়। দেহ উদ্ধার হয় কারখানার ভেতর থেকে। মৃত শ্রমিকের নাম পার্থ দত্ত (২২)। তিনি বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। রবিবার সকালে কারখানার ভেতর থেকে পার্থ দত্তের মৃতদেহ উদ্ধার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। কিন্তু কীভাবে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়, তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, পার্থ দত্ত হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর রবিবার সকালে কারখানার ভেতর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি মৃত শ্রমিকের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতেও সরব হন তাঁরা। রবিবার কারখানার গেটের সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পুলিশ জানিয়েছে, রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। তদন্ত চলছে।

কয়লার উনুনে রান্না করে প্রতিবাদে পথে মহিলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রান্নার গ্যাসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামল পশ্চিম বর্ধমান জেলা মহিলা কংগ্রেস। রবিবার দুর্গাপুরের বেনাচিতি পাঁচমাথা মোড়ে অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা। গ্যাসের বারবার দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে সরব হয়ে কয়লার উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে প্রতীকী প্রতিবাদ দেখান মহিলা কংগ্রেস কর্মীরা। তাঁদের দাবি, গ্যাসের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে সাধারণ মানুষকে আবারও পুরনো দিনের মতো কয়লা বা কাঠের উনুনে রান্না করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী এবং জেলা সভানেত্রী মেঘনা মান্নার উদ্যোগে বেনাচিতি পাঁচমাথা মোড় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি পাঁচমাথা রোটারি প্রদক্ষিণ করে প্রান্তিকা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে কয়লার উনুনে রান্না করে কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান মহিলা কংগ্রেস কর্মীরা।

সিউড়িতে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের গ্যাসের দাম বাড়ার প্রতিবাদে ও গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে পদযাত্রা সিউড়ি শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের । রবিবার বিকেলে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড চত্বরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীরা, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হন। বিধায়ক বলেন, 'গ্যাসের আকাল চলছে, এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এরই প্রতিবাদে বীরভূম জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস পথে নেমেছে।' পদযাত্রা শেষে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে আগুন জ্বালিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানানো হয়।

ঝাড়গ্রামে প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে ২৩শে এপ্রিল নির্বাচনের প্রথম দফায় ভোট নেওয়া হবে। খাতায়-কলমে এই জেলা এখনও মাওবাদী অধ্যুষিত হিসেবে থেকে যাওয়ায় অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে ১৫০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। জেলায় ১১০১ বুথে এক সেকশন করে বাহিনী মোতায়েন থাকবে। জেলায় মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা ১২০। স্পর্শকাতর হিসেবে ১২০টি বুথকে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলায় মোট ভোটার ৯০৭৩০১জন। তারমধ্যে মহিলা ৪৫০৫৯০ এবং পুরুষ ৪৫৬৭০৫ জন। জেলায় ৬৯৮৫ জন বয়স্ক ভোটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৫ উর্ধ্বদের বাড়িতে গিয়ে ভোট নেওয়ার ব্যাবস্থা করছে প্রশাসন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাই ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক আকাঙ্খা ভাস্কর।

টোল প্লাজার বার্ষিক ফি বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বর্ধিত হল ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর টোল প্লাজার বার্ষিক ফি। বর্তমানে বার্ষিক ফি রয়েছে ৩০০০ টাকা। সেটি বেড়ে হতে চলেছে ৩০৭৫ টাকা। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই বর্ধিত ফি কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাঁশকোপা টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগামী ১ এপ্রিল থেকে যারা নিয়মিত গাড়ি নিয়ে পারাপার করবেন, তাঁরা বার্ষিক ফি কাটানোর পর ২০০ বার টোল প্লাজা পারাপার করতে পারবেন এক বছরের মধ্যে। এই নিয়ম সারা দেশ জুড়ে লাগু হয়েছে।

ট্রেলারের ধাক্কায় বাইক আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ট্রেলারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হল এক বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার বামুনারা এলাকায়, মুচিপাড়া থেকে শিবপুর যাওয়ার সড়কে। জানা গিয়েছে, একটি ট্রেলার মুচিপাড়া বাজারের সার্ভিস রোড ধরে শিবপুরের দিকে যাওয়ার জন্য মোড় ঘুরছিল। সেই সময় একটি বাইক ট্রেলারের সামনে এসে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রেলারটি বাইকে ধাক্কা মারলে। বাইক আরোহী গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ট্রেলারটি শিবপুর রোড ধরে যাওয়ার জন্য মোড় ঘুরছিল। সেই সময় আচমকাই ওই বাইকটি ঢুকে পরে। যার কারণে এই দুর্ঘটনা। তবে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হাসপাতালে ওই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার জেরে কাঁকসার মুচিপাড়া শিপপুর রোডে যানচলাচল ব্যাহত হয়। পরের কাঁকসা থানার পুলিশ ঘাতক ট্রেলারটিকে আটক করে অন্যত্র নিয়ে যায় ও মুচিপাড়া শিবপুর রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা ছোট গাড়ির, গুরুতর আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় বাজারে পুরাতন জাতীয় সড়কের ওপর সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এক ভ্যান চালক। জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে একটি ছোট চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে এক ভ্যান চালককে ধাক্কা মারে। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা মারে ছোট গাড়িটি। গাড়িতে চালক একাই ছিলেন। তার কিছু না হলেও, গুরুতর আহত হন ভ্যান চালক। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আহতকে উদ্ধার করে পাশাপাশি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি সামাল দেয় কাঁকসা থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর কারণেই এই ঘটনা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় ও চন্দননগরের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেনের উদ্যোগে রবিবার চন্দননগর রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে ২৪ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের হাতে হুইল চেয়ার, ট্রাই-সাইকেল, শ্রবণ যন্ত্র ইত্যাদি প্রদান করা হল। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পৌরনিগমের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী, উপমহাগরিক মুন্না আগারওয়াল-সহ অন্যান্য মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলর গণ।

সিঙ্গুর ব্লক ও বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সিঙ্গুর হোটেলধার থেকে সিঙ্গুর কল্পনা সিনেমা হল পর্যন্ত বিপুল কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বৈধ ভোটার বাতিল করার প্রতিবাদে, এসআইআর বাতিলের দাবিতে এবং রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে মহামিছিল সংঘটিত হয়। নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক ডা. করবী মান্না, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আনন্দ মোহন ঘোষ-সহ সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও নেতৃত্ববৃন্দ।

ন্যায্য মূল্যে আলুর দাম বেঁধে দিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সরকার ন্যায্য মূল্যে আলুর দাম বেঁধে দিয়েছে। এবার উপকৃত হবেন চাষিরা। সিঙ্গুরে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, অনুকূল আবহাওয়ার কারণে চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব ও গুজরাটে আলুর উৎপাদন ব্যাপক হারে বেড়েছে। ফলে বাজারে দাম কিছুটা কম রয়েছে। রাজ্যে আলুর ব্যাপক ফলন হলেও বাজারে সঠিক দাম না মেলায় চিন্তায় চাষিরা। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ ঘোষণা রাজ্য সরকারের।

জানা গিয়েছে, ক্যুইন্টাল পিছু ৯৫০ টাকা দরে আলু কেনার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার থেকেই রাজ্য জুড়ে আলু কেনার কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে সরকারি ও সমবায় হিমঘরগুলোর। এ ছাড়া, কৃষকরা তাঁদের নিকটবর্তী বিডিও বা এডিও অফিস থেকে স্লিপ নিয়ে নির্ধারিত স্টোরে আলু জমা দিতে পারবেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য হিমঘরগুলোতে ৩০ শতাংশ জায়গা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া রাজ্যের ৮৪৪টি সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমেও সরাসরি কৃষকদের থেকে আলু সংগ্রহ করছে সরকার। একই সঙ্গে আলু রপ্তানি নিয়ে চলা অপ্রচার নিয়েও এ দিন কড়া নির্দেশ দেন বেচারাম মান্না।

তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যে আলু পাঠাতে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও বাধা বা নিষেধ নেই। ভিন রাজ্যে আলু যেতে দেওয়া হচ্ছে না বলে যে খবর ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ দিন মন্ত্রী আরও বলেন, 'রাজ্যের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত আলু বাণিজ্যিক ভাবে বাইরে পাঠাতে কোনও আপত্তি নেই।' প্রতিটি ব্লকে সরকারি উদ্যোগে আলু কেনা চলছে, তাই চাষিদের কোনও গুজবে কান না দিয়ে সরকারি স্কিমে অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার অন্তর্গত এসবি মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, একটি ট্রাক দ্রুতগতিতে অন্য গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সেই সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকটি সোজা ধাক্কা মারে এক মহিলাকে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মৃত মহিলার নাম আশা দাস (৫০)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হন। স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ ঘটক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'ঘটনাস্থলের কাছেই রয়েছে চেক পয়েন্ট, সেখানে লাগানো রয়েছে সিসিটিভি অথচ দেখলাম পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে ধরার চেষ্টা না করে তড়িঘড়ি দেহ তুলে নিয়ে গেল। এ কারণেই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

পুরুলিয়ায় শিক্ষকের জন্মদিন পালনে অভিনব প্রয়াস পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: যেখানে শিক্ষক-ছাত্রের পবিত্র সম্পর্ক আজ তলানিতে, সেখানে একজন শিক্ষককে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উন্মাদনা সরবে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু তাই নয়, সেই শিক্ষককে নিয়ে শিক্ষানুরাগী সাধারণ মানুষের অন্তহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বিরল ইতিহাস আজ রীতিমতো সুধীজনের চর্চার বিষয়। এ কালের বরেণ্য প্রাবন্ধিক তথা সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর স্বপনকুমার মণ্ডলের জন্মদিন পালন করার জন্যই ২০১৭-তে পুরুলিয়া শহরে গড়ে ওঠে তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগীদের নিজস্ব সংগঠন 'জীবনের পরম পরশ কমিটি। সেই কমিটির এবার দশ বছর পূর্তি। এজন্য তা স্মরণে বরণীয় করতে সাড়ম্বরে এ বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে তাঁর ৫২তম জন্মদিবস পালন ও জীবনের পরম পরশ কমিটির দশবছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হল। উত্তর ও দক্ষিণ বাংলা মিলিয়ে প্রফেসর স্বপনকুমার মণ্ডলের ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগী এবং শুভানুধ্যায়ীদের ভিড়ই ছিল চখে পড়ার মতো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রফেসর স্বপন কুমার মণ্ডল। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ছায়া শিল্প সংস্কৃতি কেন্দ্রের শিল্পীবৃন্দ। এরপর প্রতি বছরের মতো জন্মদিনের প্রতীকী কেক কাটার পর স্মারক গ্রন্থ 'শ্রী স্বপন কুমার মণ্ডল জীবনের পরম পরশ-১০' বইয়ের

মোড়ক উন্মোচন করেন প্রফেসর স্বপন কুমার মণ্ডল ও উপস্থিত সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ। স্বাগত ভাষণে কমিটির সভাপতি ড. কার্তিক কুমার মণ্ডল জীবনের পরম পরশ কমিটির ইতিহাস তুলে ধরেন। এ দিন আটজনকে 'জীবনের পরম পরশ সম্মাননা' ও দু'জনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সম্মাননা পেলেন বিশিষ্ট লোক গবেষক ও লেখক ড. সুভাষ রায়, কেশরগড় শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক ড.প্রবোধ চন্দ্র পাল, শামুকতলা সিধু-কানু কলেজের (আলিপুরদুয়ার) অধ্যক্ষ ড. আশুতোষ বিশ্বাস, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক তথা প্রোক্টর দেবাশিস মণ্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী দেবেন্দ্রনাথ পরামানিক, আজকাল পত্রিকায় সাংবাদিক দীপেন গুপ্ত, রূপসী বাংলা মিডিয়ার কর্নধার তথা সাংবাদিক দেবরাজ মাহাতো, জহরাতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. গৌরাঙ্গ বিশ্বাস। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে মণিপুর স্বামী বিবেকানন্দ হাই স্কুলের দুই কৃতী শিক্ষার্থী রোহিত মাহাত ও জবা মাহাতকে সংবর্ধিত হন। এই মহতী কর্মযজ্ঞে সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক দিলীপ কুমার মিস্ত্রী, কবি ও গল্পকার দেবাশিস সরখেল, অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক পঙ্কজ পাল, বিশিষ্ট লোক গবেষক ও শিক্ষক ড. জলধর কর্মকার। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কবি অভ্রদীপ গোস্বামী, মণিপুর স্বামী বিবেকানন্দ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমর কিশোর মাহাতো, সিন্দরী চাষ রোড হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কিরন্ময় পাত্র, বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষক সুজিত ঘোষ, চাঁচল কলেজের অধ্যাপক রামকৃষ্ণ বর্মণ, অধ্যাপক সত্যজিৎ বসাক প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন গড়াই, শিক্ষক পার্থসারথি মহাপাত্র, বিনয়কৃষ্ণ পাল, বিশ্বজিৎ মণ্ডল শচীন মাহাতসহ আরও অসংখ্য গুণী মানুষ।

রাহুল গান্ধি চা-পকোড়া খেতে যান, সংসদের বিষয় বোঝেন না: শাহ

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ: 'রাহুল গান্ধি সংসদে চা-পকোড়া খেতে যান। তিনি সংসদের বিষয় বোঝেন না। সংসদ নাস্তা করার জায়গা নয়। সংসদে তিনি কিছু বলতে পারেন না, পালিয়ে বেড়ান। আর যেখানে ভারতের শক্তি দেখতে বিশ্বের মানুষ আসে, সেখানে তিনি বিরোধিতা করেন। ভারতের এআই সামিটের বিশ্বজুড়ে প্রশংসা হয়েছে। অথচ কংগ্রেস তার বিরোধিতা করে কাপড় খুলেছে। মোদী ও বিজেপির বিরোধিতা করতে করতে রাহুল গান্ধি ভারতের বিরোধিতা করছেন। মোদী এবং বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি দেশের নিন্দা করছেন।' বক্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার গুয়াহাটির বিরুবাড়িতে নবনির্মিত 'প্রাগজ্যোতিষ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল', গোলাঘাট এবং তিনসুকিয়া ক্যানসার কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং তিন জেলায় তিনটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও একটি জেলা হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উদাত্ত ভাষণ দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ বলেন, গুজরাত-মহারাষ্ট্রের মতো উন্নত হয়েছে অসমের স্বাস্থ্যসেবা। এ জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন করে বক্তব্যের শুরুতে তিনি আদ্যাশক্তি কামাখ্যা দেবী এবং মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব ও মাধবদেবকে স্মরণ করেন। এছাড়া লাচিত বড়ফুকন, বীর চিলারায় এবং মহারাজ পৃথুকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

দু'দিনের সফরে শনিবার বিকেলে গুয়াহাটি পৌঁছন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ খানাপাড়ায় আয়োজিত বিশাল যুব শক্তি সমাবেশে তিনি অংশগ্রহণ করবেন। রাজ্যে বিজেপি সরকারের কাজের ঢালাও প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেন, ১০ বছর আগে অসমের স্বাস্থ্যসেবা খুবই নিম্নমানের ছিল। আজ অসমের স্বাস্থ্যব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। অসমে একাধিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ক্যানসার ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠায় স্বাস্থ্যখাতে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে।

এ সময় তিনি শিল্পপতি রতন টাটাকেও স্মরণ করেন। শাহ বলেন, সরকারি হাসপাতালে প্রোটন থেরাপি থাকা দেশের প্রথম রাজ্য অসম। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা বেশি। কংগ্রেস নিজেদের পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়েছিল, অথচ অসমের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবেনি। কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অসম থেকেই মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু অসমের স্বাস্থ্যখাতের জন্য তিনি কোনও পদক্ষেপ নেননি। কংগ্রেস আমলে স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছিল।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেন, অসমে ৯৮ শতাংশ প্রসূতির সন্তানের জন্ম সরকারি হাসপাতালে হয়। গুজরাতের মতো অসমে তা সম্ভব হয়েছে হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে।

অসমে একাধিক স্বাস্থ্যপ্রকল্পের উদ্বোধন-শিলান্যাস অমিত শাহের

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ: দু'দিনের অসম সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার দ্বিতীয় দিনের সফরে রাজ্যকে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বড় উপহার দিয়েছেন। গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি একাধিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন এদিন।

নির্ধারিত সূচি অমুযায়ী এদিন সকালে গুয়াহাটির বিরুবাড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাতে উদ্বোধন হয়ে গেল ৬৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অসমের চতুর্দশ এবং গুয়াহাটির তৃতীয় অপারেশনাল মেডিক্যাল কলেজ 'প্রাগজ্যোতিষ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'। এর সঙ্গে তিনি উদ্বোধন করেছেন গোলাঘাট এবং তিনসুকিয়া ক্যানসার কেন্দ্র। এছাড়া শিলান্যাস করেছেন তিন জেলা কারবি আংলঙের ডিফু, যোরহাট এবং বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং অভয়াপুরীতে একটি জেলা হাসপাতালের। উল্লেখ্য, 'প্রাগজ্যোতিষ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'টি ১৩.৭৬ একর জমিতে ৬৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এখানে ৫০৫টি শয্যা এবং ১৫টি অপারেশন থিয়েটার-সহ আধুনিক নানা সুবিধা রয়েছে। এর নির্মাণে দামানি ফাউন্ডেশন ১৫০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। এখানে প্রতি বছর ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন। অন্যদিকে তিনসুকিয়া ও গোলাঘাটে ক্যানসার কেয়ার হাসপাতাল দুটি অসম সরকার এবং টাটা ট্রাস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে।

ট্রেডিং প্রতারণা মামলায় সুরাত বিমানবন্দরে মূল অভিযুক্ত আটক

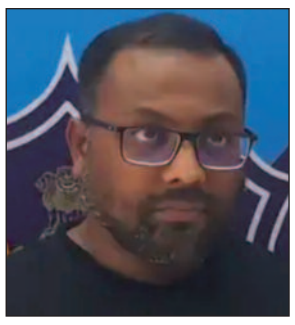

সুরাত, ১৫ মার্চ: (হি.স.) প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা চক্রের মূল অভিযুক্ত অল্পেশ ভাগাসিয়াকে সুরাট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করেছে গুজরাত পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেল।

রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শেয়ার ট্রেডিং ও কারেন্সি ট্রেডিংয়ের নামে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করে দুবাইয়ে বসে পুরো চক্রটি পরিচালনা করছিল অভিযুক্ত। এই ব্যক্তি প্রায় ১৫৩৬ কোটি টাকার লেনদেনের একটি সাইবার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। উল্লেখ্য, মাত্র নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা অল্পেশেরও দুবাইয়ের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় অল্পেশ ভারতে ফিরতে চাইছিল। এছাড়া, ইংরেজি না-জানার কারণে বিদেশে থাকতে তার সমস্যা হচ্ছিল বলেও জানা গিয়েছে। সুরাত বিমানবন্দরে পৌঁছতেই তার নামে জারি থাকা লুক আউট নোটিসের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রতারণা চক্রটি সুরাত এবং রাজকোটে দপ্তর খুলে আইভি ট্রেড এবং স্কাই গ্রোথ ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট নামে বহুমাত্রিক বিপণন প্রকল্প চালাত। বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ও মুদ্রা ট্রেডিংয়ে বেশি লাভের লোভ দেখিয়ে টাকা নেওয়া হত। পরে সেই অর্থ অঙ্গদিয়া ও ভুয়ো সংস্থার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে দুবাই পাঠানো হত। এ পর্যন্ত তদন্তে ৩৫ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় ৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা প্রতারণার তথ্য মিলেছে। তবে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা পুলিশের। এই মামলায় এর আগে দানিশ ওরফে হেমল ধনক, জয়সুখ পাটোলিয়া, যশ পাটোলিয়া এবং অজয় ওরফে গোপাল ভিন্ডিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জেরাতেই অভিযুক্ত অল্পেশ ভাগাসিয়াকে দুবাই সংযোগ এবং অর্থের গতিপথ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, অঙ্গদিয়া হলো ভারতে প্রচলিত এক ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থ ও মূল্যবান জিনিসপত্র পরিবহণ ব্যবস্থা। এটি এক ধরনের হাওয়ালা জাতীয় ব্যবস্থা, যেখানে নগদ টাকা, গয়না, হীরের প্যাকেট বা মূল্যবান নথি এক শহর থেকে আরেক শহরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র ও মাদক পাচারচক্রের ৬ অভিযুক্ত ধৃত

অমৃতসর, ১৫ মার্চ: পাকিস্তানি পাচারকারীদের সঙ্গে যুক্ত একটি আন্তঃসীমান্ত অস্ত্র ও মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ৬ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পঞ্জাব পুলিশ। অমৃতসর পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে ছ'টি অত্যাধুনিক পিস্তল, ৬০টি তাজা কার্তুজ এবং সাড়ে তিন কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। পঞ্জাবের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি) এই বিষয়ে জানিয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতেরা পাকিস্তানের পাচারকারীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে ভারত-পাক সীমান্তের কাছে অস্ত্র ও মাদক সরবরাহে সাহায্য করত। এই চক্র কত দূর বিস্তৃত, তা জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

দিল্লি-কলকাতায় সোনা পাচারচক্রের ৬ জন ধৃত

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: (হি.স.) দিল্লি ও কলকাতায় সক্রিয় বিদেশি সোনা পাচারচক্রের পর্দাফাঁস করে ছ'জনকে গ্রেপ্তার করল রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর (ডিআরআই)। অভিযানে সোনা, রুপো ও ভারতীয় মুদ্রা মিলিয়ে মোট ১৪.১৩ কোটি টাকার বেশি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রবিবার ডিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে, চোরাই পথে আনা বিদেশি সোনা রেলপথে দিল্লিতে আনা হত। সেখানে অবৈধভাবে সোনা গলিয়ে তার উপর থাকা পরিচয়-চিহ্ন মুছে ফেলা হত এবং পরে স্থানীয় বাজারে গোপনে বিক্রি করা হত। অভিযানে মোট ৮২৮৬.৮১ গ্রাম সোনা (মূল্য প্রায় ১৩.৪১ কোটি টাকা), ৭৩৫০.৪ গ্রাম রুপো (মূল্য প্রায় ১৯.৬৭ লক্ষ টাকা) এবং ৫১ লক্ষ ৭৪ হাজার ১০০ টাকা ভারতীয় মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১৯৬২ সালের শুল্ক আইনের আওতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিআরআই আধিকারিকরা কলকাতা থেকে ট্রেনে যাওয়া এক যাত্রীকে নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে আটক করেন। তার কাছ থেকে বিদেশের সোনা উদ্ধার হয়, যা স্টেশনের বাইরে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। পরে বাহক ও যার নেওয়ার কথা ছিল, দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তের ভিত্তিতে দিল্লির একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে একটি অবৈধ সোনা গলানোর জায়গার হদিস মেলে। সেখানে বিদেশি সোনা গলিয়ে তার চিহ্ন মুছে ফেলা হত। ওই জায়গা থেকে অতিরিক্ত সোনা, রুপো ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয় এবং সেখানকার একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে পরে কলকাতায় মূলচক্রীর খোঁজ মেলে। সেখানে আর একটি অবৈধভাবে মূল্যবান ধাতু গলানোর স্থান থেকে সোনা উদ্ধার করা হয়। মূল পরিকল্পনাকারী-সহ আরও দুই বাহককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে, চোরাই সোনা গলিয়ে তার পরিচয়চিহ্ন মুছে ফেলে রেলপথে দিল্লিতে পাঠিয়ে বাজারে বিক্রি করা হত।

পশ্চিম এশিয়ার সাত দেশে সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ও পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বোর্ড।

রবিবার এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বোর্ড জানিয়েছে, বাহরাইন, ইরান, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট বোর্ডের বিদ্যালয়গুলির দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ১৬ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত নির্ধারিত সব পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মতামত নিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় সেখানে পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব নয় বলেই মনে করা হয়েছে। সিবিএসই আরও জানিয়েছে, ১ মার্চ, ৩ মার্চ, ৫ মার্চ, ৭ মার্চ এবং ৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে জারি হওয়া পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে যে পরীক্ষাগুলি স্থগিত করা হয়েছিল, সেগুলিও এখন বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

দোহা-কাঠমান্ডু বিশেষ উড়ান ফের চালু করছে কাতার এয়ারওয়েজ

কাঠমান্ডু, ১৫ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় বাড়তে থাকা উত্তেজনার আবহে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবায় প্রভাব পড়লেও দোহা থেকে কাঠমান্ডু পর্যন্ত বিশেষ উড়ান আবার চালু করতে চলেছে কাতার এয়ারওয়েজ।

উড়ান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ১৬ ও ১৭ মার্চ দোহা-কাঠমান্ডু রুটে উড়ান চালানো হবে। একইভাবে ১৭ ও ১৮ মার্চ কাঠমান্ডু থেকে দোহা রুটেও উড়ানের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। নেপাল থেকে কাতারগামী বা দোহা হয়ে অন্য দেশে গমন করা যাত্রীরা এই পরিষেবার সুবিধা নিতে পারবেন। কাতার এয়ারওয়েজ কাঠমান্ডু ছাড়াও নয়াদিল্লি, মুম্বই, ঢাকা, ব্যাংকক, ইস্তাম্বুল, লন্ডন ও প্যারিস-সহ এশিয়া ও বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গন্তব্যে বিশেষ উড়ান পরিচালনা করছে। পশ্চিম এশিয়ায় বাড়তে থাকা উত্তেজনার কারণে কয়েকটি দেশ আকাশপথে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ফলে বহু উড়ান বাতিল বা রুট পরিবর্তন করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে দোহা-কাঠমান্ডু বিমান সংযোগ চালু থাকা ইতিবাচক বলে মনে করা হচ্ছে। কাতারের হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট কেন্দ্র। বিদেশে কর্মরত বহু নেপালি নাগরিক এই পথেই যাতায়াত করেন। বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায় কর্মরত নেপালি শ্রমিক, দেশে ফেরা যাত্রী এবং বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য দোহা-কাঠমান্ডু উড়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ফলে এই উড়ান পরিষেবা চালু থাকায় যাত্রীদের ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের অনুরোধ করেছে, উড়ান সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জানতে সংস্থার সরকারি ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ বা ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে নিয়মিত আপডেট দেখে নিতে।

ময়দান

'খুব ভেঙে পড়েছিলাম', বিশ্বকাপের শুরুতে কঠিন সময়ের কথা সঞ্জুর মুখে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুটা মোটেও সহজ ছিল না ভারতের ওপেনার সঞ্জু স্যামসনের জন্য। টুর্নামেন্টের শুরুতে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে তাঁর নাম ছিল না। দল বিভিন্ন কম্বিনেশন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল, ফলে সঞ্জুকে বেঞ্চেই বসে থাকতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখলেও শুরুতে সুযোগ না-পাওয়ায় তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে নিজের সেই কঠিন সময়ের কথা খোলাখুলি স্বীকার করেন এই কেরলীয় ব্যাটার। সঞ্জু জানান, বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে খেলাই ছিল তাঁর অন্যতম বড় স্বপ্ন। কিন্তু যখন দেখলেন প্রথম একাদশে তাঁর জায়গা নেই, তখন স্বাভাবিকভাবেই হতাশা ঘিরে ধরে তাঁকে। তিনি বলেন, বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সময় তাঁর মাথায় বারবার একটি প্রশ্নই ঘুরছিল, আদৌ কি দলে তাঁর জায়গা হবে? নাকি পুরো টুর্নামেন্টটাই তাঁকে সাইডলাইনে বসে কাটাতে হবে? এই অনিশ্চয়তা তাঁকে গভীর ভাবে নাড়িয়ে দেয়। পরিস্থিতি এতটাই কঠিন হয়ে উঠেছিল যে তিনি কয়েকদিন নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

সঞ্জুর কথায়, সেই সময় তিনি প্রায় পাঁচ থেকে ছ'দিন নিজেকে আলাদা করে রাখেন এবং নিজের মানসিক শক্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ক্রিকেট এমন একটি খেলা যেখানে সুযোগ কখন আসবে তা আগে থেকে বলা যায় না। তাই হতাশ হয়ে বসে থাকার বদলে নিজেকে প্রস্তুত রাখা জরুরি। সেই ভাবনা থেকেই তিনি নতুন করে অনুশীলন শুরু করেন এবং নিজের মানসিকতা বদলানোর চেষ্টা করেন।

তিনি আরও জানান, নিজের পারফরম্যান্সের চেয়ে অনেক সময় দলের জন্য অবদান রাখতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কিন্তু ওই সময় পরিস্থিতি এমন ছিল যে তাঁকে নিজের সতীর্থদের সঙ্গেই জায়গার জন্য লড়াই করতে হচ্ছিল। বিশেষ করে নিউ জিল্যান্ড সিরিজের সময় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য এই প্রতিযোগিতা তাঁর কাছে খুব একটা আরামদায়ক ছিল না। তবু তিনি জানতেন, পেশাদার ক্রিকেটে এই ধরনের পরিস্থিতি সামলাতে পারাটাই আসল চ্যালেঞ্জ।

অবশেষে সুপার-এইট পর্বে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে সুযোগ আসে সঞ্জুর সামনে। সেই সুযোগ তিনি দুই হাত ভরে গ্রহণ করেন। এরপর আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতে ধারাবাহিকভাবে দারুণ পারফরম্যান্স করে দলের ভরসার জায়গা হয়ে ওঠেন তিনি। কলকাতার মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল হয়ে ওঠা ম্যাচে তিনি অপরাজিত ৯৭ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেন। এরপর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ৮৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। ফাইনালেও নিজের ছন্দ ধরে রেখে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৯ রান করেন। সঞ্জু বলেন, টুর্নামেন্ট চলাকালীন এক সময় তিনি বুঝতে পারেন যে দল পরিচালনা কমিটি তাঁর উপর ভরসা রাখছে। সেই উপলব্ধিই তাঁর মানসিকতায় বড় পরিবর্তন আনে। বিশেষ করে জিম্বাবোয়ের ম্যাচের পর যখন দলের সামনে টানা চারটি ম্যাচ জেতার চ্যালেঞ্জ ছিল, তখন তিনি অনুভব করেন যে দল তাঁকে প্রয়োজন মনে করছে। সেই বিশ্বাসই তাঁকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। অবশেষে হতাশা কাটিয়ে নিজের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সঞ্জু প্রমাণ করে দেন, ধৈর্য ও প্রস্তুতি থাকলে যে কোনও সময় ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

'একটি দল দিয়ে সংস্থা তৈরি হয় না!' বাংলাদেশ-পাককে কড়া বার্তা শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাম্প্রতিক সময়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর এক অনুষ্ঠানে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, কোনও দলই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার চেয়ে বড় নয়। যদিও তিনি সরাসরি কোনও দেশের নাম উচ্চারণ করেননি, তবু তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে ইঙ্গিত ছিল বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের দিকেই।

মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয় শাহ বলেন, এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আইসিসির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ প্রতিযোগিতা শুরুর আগে কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করবে কি না, তা নিয়ে নানা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। অনেক আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে হয়েছে। তাঁর কথায়, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কোনও একক দলের ওপর নির্ভর করে না, বরং সব সদস্য দেশের সমন্বয়েই সেই সংস্থা গড়ে ওঠে। তাই কোনও একটি দল বা দেশের সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কাঠামো প্রভাবিত হতে পারে না। বিশ্বকাপের সাফল্যের প্রসঙ্গ তুলে আইসিসি চেয়ারম্যান জানান, এবারের প্রতিযোগিতা দর্শকসংখ্যার দিক থেকে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকের সংখ্যা আগের সব রেকর্ড ভেঙে প্রায় ৭২ লক্ষে পৌঁছেছে।

শুধু মাঠেই নয়, সম্প্রচার ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও দর্শকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর মতে, এই সাফল্য প্রমাণ করে যে কোনও একটি দলের অনুপস্থিতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় বড় কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। টুর্নামেন্টের প্রতিযোগিতামূলক দিক নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন জয় শাহ। তিনি বলেন, এবারের বিশ্বকাপে সহযোগী বা অ্যাসোসিয়েট দেশগুলোও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে এবং পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই উপহার দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মতো শক্তিশালী দলকে চাপে ফেলেছিল। একই ভাবে নেদারল্যান্ডস পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, আর জিম্বাবোয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচেও ইংল্যান্ডকে বেশ চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিযোগিতা দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠছে এবং নতুন দলগুলোও নিজেদের শক্তি দেখাতে শুরু করেছে।

এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে। সেই সময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ তুলে ধরে দাবি করেছিল যে ভারতে বিশ্বকাপ আয়োজন করলে তাদের ক্রিকেটারদের ঝুঁকি থাকতে পারে। এমনকি তারা ম্যাচগুলো অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়ার কথাও বলেছিল। কয়েক দফা আলোচনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ দল পাঠাতে রাজি হয়নি। ফলে আইসিসি তাদের ছাড়াই টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই অবস্থায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে নানা আপত্তি তোলে।

এমনকি ভারতের বিরুদ্ধে নির্ধারিত গ্রুপ ম্যাচ না খেলার কথাও সে দেশের সরকারের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই সময় কোনও প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন জয় শাহ। বিশ্বকাপ সফল ভাবে শেষ হওয়ার পরই তিনি পরোক্ষ ভাবে সেই সব ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে কঠোর বার্তা দেন। সব মিলিয়ে তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়ম ও সংস্থার সিদ্ধান্তই শেষ কথা। কোনও দল বা দেশের রাজনৈতিক অবস্থান দিয়ে সেই কাঠামোকে প্রভাবিত করা যাবে না, এমনটাই জানিয়ে দিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

স্টেম সেল থেরাপি

ডায়াবেটিস জয়ের নতুন দিগন্ত

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

একুশ শতকের পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য ডায়াবেটিস হলো সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলোর একটি । ডায়াবেটিস আজকে কেবল একটি রোগ নয়, এটি একটি নীরব মহামারি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই রোগটিকে 'নিয়ন্ত্রণযোগ্য' হিসেবেই দেখা হয়েছে , 'নিরাময়যোগ্য' করে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জয়যাত্রা সেই চিরাচরিত ধারণাকে বদলে দিতে চলেছে।

চীনের সাংহাই চ্যাংঝেং হাসপাতালের একদল গবেষক প্রথমবারের মতো একজন রোগীর শরীরে কৃত্রিমভাবে তৈরি ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষ সফলভাবে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এক ব্যক্তির শরীরে স্টেম সেল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে রোগটিকে সম্পূর্ণ 'রিভার্স' বা নিরাময় করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তারা। এটিই বিশ্বে প্রথম ঘটনা, যেখানে ইনসুলিন-নির্ভর টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীকে কোষভিত্তিক থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালিত ফলো-আপ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে অগ্ন্যাশয়ের কার্যকারিতাই শুধু পুনরুদ্ধার হয়নি, রোগীর বহিরাগত ইনসুলিন বা মৌখিক ওষুধেরও প্রয়োজনীয়তাও হারিয়েছে।

স্টেম সেল শরীরের এমন এক কোষ, যা শরীরেই তৈরি হয়। শুধু তাই নয় এই কোষটিই বাকি সব কোষ-কলার উৎপত্তি ঘটায়।শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয় এই কোষ থেকেই। সেই কারনে একে অনেকেই 'মাতৃকোষ' বা মাস্টার সেলও বলেন। সন্তান জন্মানোর পর মায়ের শরীর থেকে যে 'প্ল্যাসেন্টা' বেরিয়ে আসে, তার মধ্যে থাকে স্টেম কোষ, যাকে 'এমব্রায়োনিক স্টেম সেল' বলে। এই স্টেম কোষের সুবিধা হলো, এই কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু মেরামতে যেমন কাজে লাগানো যায়, তেমনি এই কোষগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে অন্য যে কোনও কোষে বদলে দেওয়া যেতে পারে। অস্থিমজ্জা থেকে নেওয়া স্টেম কোষের আকার-চরিত্র বদলে তাকে যেমন স্নায়ু-কোষের চেহারা দেওয়া যেতে পারে তেমনি হার্টের কোষও তৈরি করা যেতে পারে। আর, স্টেম কোষের এই বৈশিষ্ট্যকেই কাজে লাগিয়েছেন চীনের সাংহাই চ্যাংঝেং হাসপাতালের গবেষকেরা। তবে, তারা এমব্রায়োনিক স্টেম সেলের পরিবর্তে প্রাপ্তবয়স্ক স্টেমসেল ব্যবহার করেছেন।এগুলো আমাদের শরীরের নির্দিষ্ট কিছু টিস্যুতে যেমন- অস্থিমজ্জা বা চর্বিতে থাকে। এগুলো সাধারণত যে অঙ্গ থেকে পাওয়া যায়, কেবল সেই অঙ্গেরই কোষ মেরামত করতে পারে। যেমন-অস্থিমজ্জার স্টেম সেল মূলত রক্তকণিকা তৈরি করে।

চীনের এই গবেষণার সাফল্য দীর্ঘমেয়াদী মেটাবলিক রোগের চিকিৎসায় কেবল আশার আলোই দেখাচ্ছে না, বরং ভবিষ্যতে ইনসুলিন ইনজেকশন ও ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা চিরতরে কমিয়ে ফেলার পথ প্রশস্ত করেছে সাথে সাথে পৃথিবীর কয়েক লক্ষ্য ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের জন্য নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। এই গবেষণা কোনো একটি বিচ্ছিন্ন সাফল্য নয়, বরং সেলুলার মেডিসিনের এমন এক বিপ্লব যা ইনসুলিন ইনজেকশন ও কৃত্রিম ওষুধের চিরচেনা গণ্ডি পেরিয়ে মানবশরীরকে পুনরায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার বার্তা দিচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরেই ডায়াবেটিসকে সারাজীবনের রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। টাইপ ১ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে শরীরের

ইমিউন সিস্টেম ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষ ধ্বংস করে, আর টাইপ ২ ডায়াবেটিসে ইনসুলিন প্রতিরোধ ও কোষের কার্যকারিতা কমে যায়। এই ধরনের রোগীদের সাধারণত নিয়মিত ইনজেকশন, ওষুধ বা কঠোর জীবনধারা অনুসরণ করতে হয়।

চীনের গবেষকরা স্টেম সেলকে পুনঃপ্রোগ্রাম করে কার্যক্ষম প্যানক্রিয়াটিক বিটা কোষে পরিণত করেছেন;এই কোষগুলোই ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী। পরীক্ষাগারে তৈরি এই কোষগুলো রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করলে তা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং স্বাভাবিকভাবে ইনসুলিন উৎপাদনও শুরু করে।

এই গবেষণায় ৫৯ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি, যিনি ২৫ বছর ধরে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে ইনসুলিন ইনজেকশনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, এই থেরাপির পর এখন সম্পূর্ণ ওষুধমুক্ত জীবনযাপন করছেন । এই থেরাপি সেই ব্যক্তির শরীরে কেবল ইনসুলিন উৎপাদন ফিরিয়ে দেয়নি, বরং শরীরের প্রাকৃতিকভাবে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও পুনরুদ্ধার করেছে। প্রতিস্থাপনের মাত্র ১১ সপ্তাহের মধ্যে রোগীটি ইনসুলিন নেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং এক বছরের মধ্যে সব ধরনের ওরাল ওষুধ থেকেও মুক্তি পান।

এই চিকিৎসার মূল চাবিকাঠি হলো Induced Pluripotent Stem Cells বা iPSCs। এটি বিজ্ঞানীদের তৈরি একটি চমৎকার পদ্ধতি। সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক কোষকে (যেমন ত্বকের বা মজ্জার কোষ) ল্যাবরেটরিতে জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভ্রূণীয় স্টেম সেলের মতো শক্তিশালী করে তোলা হয়। গবেষকেরা রোগীর নিজস্ব রক্ত কোষ ব্যবহার করে ল্যাবে সেগুলোকে স্টেম সেলে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই স্টেম সেলগুলো থেকে কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় দ্বীপকোষ তৈরি করেন। এই কোষগুলোর প্রধান কাজ হলো রক্তে শর্করার মাত্রা বুঝে সঠিক পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি করা। স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিরাময়ের এই সাফল্যকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি 'প্যারাডাইম শিফট' বা আমূল পরিবর্তন হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

সাংহাই চ্যাংঝেং হাসপাতালের এই ট্রায়ালটি ছিল একটি 'প্রুফ অফ কনসেপ্ট' (proof-of-concept) । গবেষকেরা এখন এই ট্রায়ালটি আরও বেশি সংখ্যক রোগীর ওপর প্রয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাদের এই গবেষণার ফলাফল বিখ্যাত আন্তর্জাতিক জার্নাল নেচারের সেল ডিসকভারি-তে প্রকাশিত হয়েছে। টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে;যেখানে শরীর ইনসুলিন ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারে না সেখানে স্টেম সেল পদ্ধতিতে নিরাময় পাওয়া নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এটি প্রমাণ করেছে যে, অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্ষমতা হারিয়ে গেলেও স্টেম সেলের মাধ্যমে তা পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

তবে, এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ল্যাবে কোষ তৈরি করাও বেশ জটিল একটি পদ্ধতি।

সাধারণত স্টেম সেল গবেষণায় টাইপ ১ ডায়াবেটিস নিয়েই বেশি চর্চা হয়েছে, কারণ সেখানে শরীর একেবারেই ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না। টাইপ-১ ডায়াবেটিস একটি অটোইমিউন রোগ। টাইপ-১ ডায়াবেটিসে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন নিজের কোষকে আক্রমণ করে, তখন স্টেম সেল সেই আক্রমণ থামাতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে কাজ করে। স্টেম সেল থেরাপি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এমনভাবে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করে যাতে তা নিজের অগ্ন্যাশয় কোষকে আর আক্রমণ না করে।

চীনের গবেষকরা স্টেম সেল পদ্ধতি ব্যবহার করে টাইপ ১ ডায়াবেটিস নিরাময়েও ইতিমধ্যেই সাফল্য পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কিছু ট্রায়ালে দেখা গেছে, টাইপ ১ রোগীদের ক্ষেত্রেও স্টেম সেল প্রতিস্থাপন অগ্ন্যাশয়কে পুনরায় কার্যকর করতে পারে । চীনের তিয়ানজিন এবং বেইজিংয়ের গবেষকরা সম্প্রতি টাইপ ১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ২৫ বছর বয়সী এক তরুণীর ওপর ট্রায়াল চালিয়েছিলেন। দেখা গেছে সেই তরুণী এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ইনসুলিন-মুক্ত রয়েছেন। এই ট্রায়ালটি বর্তমানে আরও দুইজন রোগীর ওপর সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং তাদের ফলাফলও ইতিবাচক।

চীনে অর্জিত এই সাফল্য বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪২ কোটি ডায়াবেটিস রোগীর মনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে। যদি এই পদ্ধতিটি আরও সহজতর ও নিরাপদ করা যায়, তবে আগামী দিনে ইনসুলিন ইনজেকশন হয়তো ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে। ডায়াবেটিস তখন আর ক্ষনিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগক্ষ নয়, বরং ক্ষপুরোপুরি নিরাময়যোগ্য রোগক্ষ হিসেবে গণ্য হবে। গবেষকেরা বলেছেন, এখন তাদের

মূল লক্ষ্য হলো;কীভাবে ইমিউনোসাপ্রেস্যান্ট ওষুধের (immunosuppressant drugs) ব্যবহার ছাড়াই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ফাঁকি দিয়ে এই কোষগুলো কার্যকর রাখা যায়। আশা করা যায় যে, ২০২৬ সালের মধ্যেই ডায়াবেটিসের জন্য প্রথম স্টেম সেল-উদ্ভূত আইলেট কোষ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটি কোনো কোনো দেশে অনুমোদনের প্রাথমিক স্তরে পৌঁছে যাবে।

ডায়াবেটিস মুক্তির এই নতুন পথ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও এর সম্ভাবনা অপরিসীম। তবে এই প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যখন এই থেরাপি সর্বজনীন হবে, তখন তা হবে মানবজাতির জন্য এক বিরাট বিজয়। চীনের এই বৈজ্ঞানিক মাইলফলক আমাদের সেই ভবিষ্যতের দিকেই ইঙ্গিত করছে, যেখানে ডায়াবেটিস আর কোনো আমৃত্যু অভিশাপ থাকবে না।

বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে হয়তো আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই গ্লুকোমিটার আর ইনসুলিন সিরিঞ্জ ঠাঁই পাবে জাদুঘরে, আর বিশ্ব বরণ করে নেবে এক সুস্থ ও প্রাণবন্ত নতুন প্রজন্মকে।

ভারতে স্তন ক্যান্সারের ফলাফলে বদল আনছে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ

কলকাতা, ফেব্রুয়ারি: ২০২৬ RG Hospitals, কলকাতা জোর দিয়ে জানাচ্ছে যে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণের কারণে স্তন ক্যান্সার এখন আর নিঃশব্দ ঘাতক নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি রোগে পরিণত হয়েছে। ভারতে ২০২৫ সালে প্রায় ২.৪ লক্ষ নতুন স্তন ক্যান্সারের ঘটনা সামনে এসেছে। আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেরিতে রোগ ধরা পড়ত;প্রায় ৫৭ শতাংশ রোগী উন্নত পর্যায়ে (advanced stage) চিকিৎসার জন্য আসতেন, যার ফলে বেঁচে থাকার হার ৪০ শতাংশের নিচে নেমে যেত। তবে এখন পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধি ও সহজলভ্য স্ক্রিনিংয়ের কারণে অনেক নারী আগেই রোগ শনাক্ত করতে পারছেন, যার ফলে স্টেজ-I ক্যান্সারের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের বেঁচে থাকার হার ৯০ু বা তারও বেশি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয় হলো, ২০২২ সালে প্রায় ৬৭০,০০০ মানুষ স্তন ক্যান্সারে প্রাণ হারিয়েছেন, এবং এটি ১৮৫টি দেশের মধ্যে ১৫৭টি দেশে নারীদের সবচেয়ে সাধারণ ক্যান্সার হিসেবে ধরা পড়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতি বছর বিশ্বে ৩.২ মিলিয়ন নতুন স্তন ক্যান্সারের ঘটনা ঘটবে এবং ১.১ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হবে;যা ২০২২ সালের তুলনায় ৩৮ শতাংশ বেশি নতুন রোগী এবং ৬৮ শতাংশ বেশি মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়।

প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব

ভারত ও অন্যান্য এশীয় দেশে স্তন ক্যান্সার প্রায়ই পশ্চিমা দেশের তুলনায় প্রায় এক দশক আগে, সাধারণত ৪৫ বছর বয়সের আশেপাশে ধরা পড়ে। এর পেছনে জেনেটিক কারণ, জীবনযাত্রার অভ্যাস এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করানো বড় ভূমিকা রাখে।শহরাঞ্চলে ম্যামোগ্রামের সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকলেও গ্রামীণ এলাকায় দেরিতে রোগ ধরা পড়ে। ফলে প্রায় ৭০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে স্টেজ-III বা IV-এ ক্যান্সার শনাক্ত হয়, যখন চিকিৎসা অনেক বেশি জটিল হয়ে যায়। জাতীয় সমীক্ষা যেমন National Family Health Survey (NFHS-5) দেখায় যে স্ক্রিনিং এখনও খুব কম;১ শতাংশেরও কম নারী ম্যামোগ্রাম করান এবং মাত্র ০.৯ শতাংশ ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট পরীক্ষা (CBE) করান। তবে Ayushman Bharat-এর মতো উদ্যোগ ৩০ বছরের বেশি বয়সী নারীদের জন্য ব্যাপক স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করছে, যেখানে ASHA স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করার সুবিধা দিচ্ছেন।

ভারতীয় নারীদের জন্য স্মার্ট স্ক্রিনিং

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের জন্য একটাই পদ্ধতি সবার জন্য যথেষ্ট নয়। মাসে একবার স্ব-পরীক্ষা (Self-breast exam) করলে নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন থাকা যায় এবং কোনো অস্বাভাবিকতা দ্রুত বোঝা যায়। প্রতি বছর ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট পরীক্ষা (CBE) প্রশিক্ষিত নার্স বা চিকিৎসকের মাধ্যমে করালে সহজ ও সাশ্রয়ী উপায়ে রোগ শনাক্ত করা সম্ভব। যাদের পারিবারিক ইতিহাস বা ঘন স্তন টিস্যু রয়েছে, তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ৪০ বছর বয়সের কাছাকাছি থেকে ম্যামোগ্রাম শুরু করা উচিত, বলেন **Dr. Tapti Sen**, সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ব্রেস্ট সার্জারি, ল্যাপারোস্কোপি/জেনারেল সার্জারি, RG Hospitals, কলকাতা। তরুণ নারীদের ক্ষেত্রে আল্ট্রাসাউন্ড বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ ঘন টিস্যুর কারণে অনেক সময় ম্যামোগ্রামে সমস্যা দেখা দেয়। ভবিষ্যতে Genome India Project ব্যক্তিগত জেনেটিক ঝুঁকির মানচিত্র তৈরি করে চিকিৎসাকে আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করতে সাহায্য করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ এবং HER2-টার্গেটেড থেরাপি-র মতো আধুনিক চিকিৎসা পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি প্রায় অর্ধেকে কমিয়ে দিতে পারে, ফলে রোগীরা নিজেদের জীবন পরিকল্পনার জন্য মূল্যবান সময় পান।

ভারতের লড়াইয়ে অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

ভারত সরকার ১৯টি স্টেট ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং ২০টি টারশিয়ারি কেয়ার সেন্টার স্থাপন করেছে, পাশাপাশি National Programme for Prevention and Control of Cancer– Diabetes– Cardiovascular Diseases and Stroke (NPCDCS)-এর মাধ্যমে স্ক্রিনিং কর্মসূচি চালাচ্ছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো অসংক্রামক রোগের (NCDs) প্রতিরোধ, প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা। তবুও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সামাজিক কুসংস্কার ও ভুল ধারণার কারণে অনেক নারী পরীক্ষা করাতে পিছিয়ে যান;প্রায় ২০,৩০ শতাংশ নারীই কেবল মূল উপসর্গ সম্পর্কে সচেতন। এছাড়া বিহার বা উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা এখনও অসম। তবে ভারতের Polio Eradication Campaign in India-এর মতো বড় সফলতা দেখিয়েছে যে সঠিক পরিকল্পনা ও জনসচেতনতার মাধ্যমে বড় পরিবর্তন সম্ভব। এখন সময় এসেছে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা কর্মসূচিকে আরও বুদ্ধিনির্ভর ও প্রযুক্তিনির্ভর করে দেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছে দেওয়ার।

নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য শুরু 'প্লুরো ফার্টিলিটি অ্যান্ড আইভিএফ'

গত চার দশকে দেরিতে বিয়ে বা জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে আইভিএফ চিকিৎসার চাহিদা বাড়ছে। নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য আশার আলো নিয়ে এলেন ডঃ জয়দীপ ট্যাঙ্ক, ডঃ পরীক্ষিত ট্যাঙ্ক ও ডঃ ভাস্কর শাহরা। বিশ্বমানের বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ চিকিৎসা চালু করতে দেশের বিশিষ্ট ফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে দেশজুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু করল 'প্লুরো ফার্টিলিটি অ্যান্ড আইভিএফ'। যার মূল লক্ষ্য হল সন্তানহীন দম্পতিদের জন্য স্বচ্ছ, সহজলভ্য এবং মানবিক চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা।বিশেষ করে ছোট শহরগুলিতে উন্নত ফার্টিলিটি চিকিৎসার অভাব দূর করাই প্লুরো কাজ করতে বদ্ধপরিকর। কলকাতায় এই নেটওয়ার্কের সহযোগী হিসেবে যুক্ত হয়েছে পূর্ব ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 'অঙ্কুরণ ফার্টিলিটি অ্যান্ড আইভিএফ ক্লিনিক'। যার নেতৃত্বে রয়েছেন ডঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ডঃ বাসব মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্লুরোর সিইও ডঃ জয়দীপ ট্যাঙ্ক জানান, অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে গুণমান বজায় রেখে আরও বেশি সংখ্যক দম্পতির কাছে সেবা পৌঁছানোই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য।

বঙ্গে স্বপ্নের ইমারত বানানোর স্বপ্ন দেখছে কংগ্রেস

শুভাশিস বিশ্বাস

বিধানসভা নির্বাচন ২০২১

জেলা	তৃণমূল	বিজেপি	কংগ্রেস	বামফ্রন্ট	অন্যান্য	মোট
মুর্শিদাবাদ	২০	২	০	০	০	২২
মালদা	৮	৪	০	০	০	১২
উত্তর দিনাজপুর	৭	২	০	০	০	৯
বীরভূম	১০	১	০	০	০	১১
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৩০	০	০	১	০	৩১

বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬

জেলা	তৃণমূল	বিজেপি	কংগ্রেস	বামফ্রন্ট	অন্যান্য	মোট
মুর্শিদাবাদ	৪	০	১৪	৪	০	২২
মালদা	০	১	৯	২	০	১২
উত্তর দিনাজপুর	৪	০	৩	২	০	৯
বীরভূম	৯	০	১	১	০	১১
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২৯	০	০	২	০	৩১

বিধানসভা নির্বাচন ২০১১

জেলা	তৃণমূল	বিজেপি	কংগ্রেস	বামফ্রন্ট	অন্যান্য	মোট
মুর্শিদাবাদ	১	০	১৪	৬	১	২২
মালদা	১	০	৮	৩	০	১২
উত্তর দিনাজপুর	২	০	৩	৩	১	৯
বীরভূম	৬	০	২	৩	০	১১
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২৬	০	০	৪	১	৩১

বেশ কিছুদিন ধরে খবরের শিরোনামে কংগ্রেস। সমাজমাধ্যম থেকে মাঠ-ময়দান, সর্বত্র কেন্দ্রের বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেসের উপস্থিতি যেন কিছুটা হলেও উপলব্ধি হচ্ছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় এখনও দলের প্রভাব কিছুটা হলেও আছে। তারই জেরে বছর ভর কংগ্রেসের কর্মসূচি থাকে। রাঢ় বঙ্গের পুরুলিয়া, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় এখনও কংগ্রেস শিবরাত্রির সলতের মতো টিকে রয়েছে। এদিকে ২০২৫-এর মাঝামাঝি থেকে কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় ইদানীং কংগ্রেস একের পর এক কর্মসূচি নিচ্ছে বর্তমান প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের হাত ধরে। শুধু তাই নয়, এই ২০২৫-এর মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গে দলের একাধিক কমিটিও গঠন করে কংগ্রেস হাইকমান্ড। পাশাপাশি জেলা সভাপতিদের নামও ঘোষণাও হয়।প্রদেশ কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় আসতে দেখা যায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপালকে। সেই পর্ব মিটতে না মিটতে প্রাক্তন সিপিএম নেতা তথা সিএএ-এনআরসি আন্দোলনের অন্যতম মুখ প্রসেনজিৎ বসুকে সাদরে বরণ করে নেয় কংগ্রেস। তাঁকে দলে স্বাগত জানাতে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন আরও এক প্রাক্তন বাম ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমার। সব মিলিয়ে কোথাও যেন একটু হলেও মনে হচ্ছে মরা গাঙে জোয়ার আসছে।

অন্যদিকে কেন্দ্রে প্রথমে ভোট চুরি আর তারপর এপস্টাইন ফাইল নিয়ে সোচ্চার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির আঁতাতের অভিযোগের জেরে পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে গণস্বাক্ষর অভিযানের ডাক দিতেও দেখা গেছে তাঁকে। পাশাপাশি বঙ্গে মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়েও সরব কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র বাছাইয়ে রাজ্যজুড়ে ট্যালেন্ট হান্ট কর্মসূচির আয়োজন হতেও দেখা গিয়েছিল। বিধানসভায় একজন সদস্য না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের এই সক্রিয়তা নিঃসন্দেহে নজরকাড়া।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, কংগ্রেস দীর্ঘ সময় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ছিল। ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বামদুর্গের পতনের সময় তৃণমূলের অন্যতম প্রধান মিত্র ছিল হাত শিবির। পালাবদলের পর সামান্য সময়ের জন্য রাজ্যে সরকারি ক্ষমতাও জুটেছিল তাদের ভাগ্যে। কিন্তু ২০১২ সাল থেকে কংগ্রেস এরাজ্যে বিরোধী আসনে। ২০১৬-র ভোটে বামেদের সঙ্গে জোটের দৌলতে বিরোধী দলনেতার পদও জোটে কংগ্রেসের। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সেই খড়কুটোটুকুও হাতছাড়া হয়।এরপর আবার প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সরিয়ে দেওয়ার পর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেসের সক্রিয়তা শুরু হয়েছে। তবে তাতে আগামী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের একেবারে নীচু স্তরের সংগঠনে কতটা প্রভাব পড়বে, সেটা নিশ্চিত নয়। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক ক্ষমতার নিরিখে তৃণমূল এবং বিজেপি অনেকটা এগিয়ে। এই দুটি দল বর্তমানে রাজ্য এবং কেন্দ্রের ক্ষমতায়।

অপরদিকে, রাজ্যের মসনদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ১৪ বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত বুথে টিমটিম করে হলেও টিকে রয়েছে সিপিএম। নির্বাচনী প্রচার থেকে শুরু করে ভোটগণনা পর্যন্ত লালঝান্ডাধারীদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। রাজনৈতিক মতাদর্শ, অ্যাজেন্ডা, প্রচারের অভিমুখ নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত বাম দলগুলির সংগঠনকে মজবুত করার নিরন্তর প্রয়াস কিন্তু চোখে পড়ার মতো। নানাবিধ পন্থায় মানুষের সঙ্গে জনসংযোগও করে তারা। এই কাজে অতীতের মতো এখনও বামেদের গণসংগঠনগুলি কার্যকর ভূমিকা নেয়। তবে মালদহ, মুর্শিদাবাদের বাইরে কংগ্রেসকে সেভাবে বুথে বুথে সংগঠন বাড়ানোর কাজে দেখা যায় না। তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুসলিম-প্রধান আসনগুলিতে কার প্রভাব বেশি এই প্রশ্ন ভাবাচ্ছে অনেককে। কারণ, ২০২১ সালে এই অঞ্চলগুলিতে রীতিমতো ঝড় তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস।কিন্তু ইতিহাস বলছে, এই ৮৫টি আসন কোনওদিনই কোনও নির্দিষ্ট দলের দখলে ছিল না। বদলেছে সমীকরণ, পাল্টেছে ভোটের মেরুকরণ।

প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা; এই পাঁচ জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে ৮৫টি মুসলিম-প্রধান বিধানসভা কেন্দ্র। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৬৬.৩ শতাংশ, মালদহে ৫১.৩ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৪৯.৯ শতাংশ, বীরভূমে ৩৭.১ শতাংশ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩৫.৬ শতাংশ। রাজ্যের গড়ের তুলনায় যা অনেক বেশি। ফলে নির্বাচনী সমীকরণে এই আসনগুলির গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেশি। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই অঞ্চল ছিল মূলত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের ঘাঁটি।

৮৫টির মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৩৬টি আসন। মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস জেতে ১৪টি আসন, বামফ্রন্ট পায় ৬টি। তৃণমূলের দখলে ছিল মাত্র একটি। মালদাতেও অনুরূপ ছবি। কংগ্রেস ৮, বামফ্রন্ট ৬, তৃণমূল মাত্র ১। উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট সমানতালে লড়েছিল। সে সময় এই অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় জনতা পার্টির উপস্থিতি কার্যত শূন্য ছিল। এরপর ২০১৬ সালে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। তৃণমূলের প্রভাব বাড়ে। মুর্শিদাবাদে তাদের আসন বেড়ে হয় ৪। বিজেপি প্রথমবারের মতো মুসলিম-প্রধান এলাকায় একটি আসনে জেতে। মোটের উপর তৃণমূল পৌঁছে যায় ৪৬ আসনে, কংগ্রেস-বাম জোট সঙ্কুচিত হয় ৩৮-এ। ২০২১ সালের নির্বাচন এই অঞ্চলে কার্যত একতরফাভাবে জেতে তৃণমূল কংগ্রেস। ৮৫টির মধ্যে ৭৫টি আসন যায় তৃণমূলের ঝুলিতে। মুর্শিদাবাদের ২২টির মধ্যে ২০টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টির মধ্যে ৩০টি আসনে জয় পায় তারা। বিজেপি কয়েকটি আসনে লড়াই জমালেও কংগ্রেস-বাম কার্যত শূন্যে নেমে আসে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুসলিম ভোটের বড় অংশ তৃণমূলের দিকে একজোট হওয়াই এই ফলাফলের মূল কারণ। এদিকে রাহুল সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, ওডিশা, সহ পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেস স্বপ্নের ইমারত তৈরির ব্রত নিলেও ভঙ্গুর ও দুর্বল বুনিয়াদের ওপর বহুতল গড়া সম্ভব নয় এটা বুঝতেই হবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে। আর যে কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের সাড়া পেতে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন সবার আগে।